লেবীয় থেকে যিহোশূয় পুস্তকপর্যন্ত

মোশির উপদেশাবলী

লেবীয় থেকে যিহোশূয় পুস্তকপর্যন্ত

মোশির উপদেশাবলী

পাঠ্য পুস্তিকা ২

বেদ পাঠশালা
৬৭ বেরাক্কা রোড, কিল্‌পক
চেন্নাই - ৬০০ ০১০

এক অধ্যায়

লেবীয় পুস্তক

বাইবেল পাঠ করেন, এমন বহু ব্যক্তির ধারণা লেবীয় পুস্তক একটি অত্যন্ত কঠিন পুস্তক। যাত্রাপুস্তকের শেষ তৃতীয়াংশে লিখিত, প্রান্তরের উপাসনা তাম্বু বিষয়ে বিশদ বিবরণ পাঠ করতে তাঁরা বিরক্তি বোধ করেন। তারপর তাঁরা যখন লেবীয় পুস্তকে উপস্থিত হন, তারা তখন বাইবেল পাঠের দৃঢ় সংকল্প যেন হারিয়ে ফেলেন।

'লেবীয়' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ "লেবিদের কর্তব্য কাজ।" লেবীয়গণ ছিলেন ইহূদীদের পুরোহিত। লেবীয় পুস্তকটি অনুধাবনের জন্য আপনাকে 'প্রান্তরের সেই ক্ষুদ্র তাম্বুটির" কথা বিশেষভাবে জানতে হবে, যেখানে এই পুরোহিতেরা বলি উৎসর্গ, দান উৎসর্গ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করত। পরবর্তীকালে, প্রান্তরে মোশির আদেশ অনুসারে নির্মিত উপাসনা তাম্বুর অনুকরণে, শলোমনের বিশাল মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

এই ক্ষুদ্র উপাসনা তাম্বুর অন্যতম প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এটি শিবিরের মধ্যস্থলে রাখা থাকতো, যখন ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশ, চল্লিশ বৎসর ধরে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে সেটি অতিক্রম করেছিল। উপাসনা তাম্বুটি তাদের শিবিরের মধ্যস্থলে স্থাপন করার ঘটনাটি, বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা করে। ঈশ্বরের উক্ত প্রথম আজ্ঞাটিকেই সর্ব প্রথমে রাখতে হবে। শাস্ত্রে আমাদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বরই মূল কেন্দ্র, আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থলে ঈশ্বরকে রাখতে হবে। শিবিরের মধ্যস্থলে সেই ক্ষুদ্র উপাসনা তাম্বুটি রাখার মাধ্যমে এটাই প্রদর্শিত, অথবা বর্ণিত হয়।

সম্ভবতঃ উপাসনা তাম্বু বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ঈশ্বর সেই ক্ষুদ্র তাম্বুতে আক্ষরিকভাবে ও প্রকৃতভাবে বাস করতেন। আমাদের বলা হয়েছে, মোশি যখন আরাধনা তাম্বু নির্মাণ সমাপ্ত করলেন, ঈশ্বর সপ্রতাপে উপস্থিত হলেন এবং ঐ তাম্বুর অন্তবর্তী স্থান যেটি ছিল অতি পবিত্র স্থান - সেটি তাঁর প্রতাপে পরিপূর্ণ হল। আজকের দিনে বিশ্বাসীদের অন্তরও এইভাবে পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ হয়।

ইস্রায়েলীয়রা যখন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা করছিল, তখন তাম্বুর উপরস্থ মেঘ তাদের পথ-প্রদর্শক হয়েছিল। মেঘ গতিশীল হলে, তারাও যাত্রা শুরু করত। মেঘ স্থিতিশীল হলে, তারা যাত্রা থামিয়ে দিত। এইভাবে মেঘ তাদের পরিচালনা করত। লোকেরা ঐ তাম্বুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা, আরাধনা ও দিক-নির্ণয়ের জন্য উপস্থিত হতো।

তাম্বুর নির্মাণ

তাম্বুর উদ্দেশ্য অনুধাবনের পর, আসুন এখন আমরা এর নির্মাণশৈলীর প্রতি

দৃষ্টিপাত করি। উপাসনা তাম্বু চতুর্দিকে, ক্যাম্বিসের মতো বস্তু দ্বারা প্রস্তুত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তাম্বুর চতুর্দিকের যে স্থান প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, সেটিকে বলা হতো প্রাঙ্গণ। পরবর্তীকালে শলোমনের মন্দিরের প্রাঙ্গণ বেশ বৃহৎ ছিল (চোদ্দ একর) কিন্তু উপাসনা তাম্বুর প্রাঙ্গণ অতটা বৃহৎ ছিল না।

এই উপাসনা তাম্বুতে এমন কতকগুলি আসবাবপত্র ছিল, যেগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। লক্ষণীয় বিষয় হল, ঐসব আসবাবপত্রের প্রত্যেকটিতে হাতল বা বহন দণ্ড থাকত। মরুভূমির মধ্য দিয়ে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময়, এই হাতলের প্রয়োজন হতো।

প্রাঙ্গণের মধ্যে ঠিক দ্বারের কাছে যে আসবাবপত্রটি ছিল, সেটিকে বলা হত, পিত্তল নির্মিত বেদী। এই বেদীটি বৃহৎ অঙ্গার ঝাঁঝরির সমতুল্য ছিল। সেই পিত্তল-বেদীতে সবসময় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকত। যখন কোন পাপী ব্যক্তি তার পাপের ক্ষমা লাভের জন্য তাম্বুর কাছে আসতো, সে প্রাঙ্গণের দ্বারের কাছে একজন পুরোহিতের দেখা পেত। তারপর লেবীয় পুস্তকে প্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে, তার আনীত পশুটি সেখানে বধ করা হতো। তারপর পুরোহিত সেই পশুটিকে ঐ পিত্তলবেদীর উপর রাখতেন। পাপীকে প্রাঙ্গণের দ্বারের কাছে অপেক্ষা করতে হতো। সে কখনও আরাধনা তাম্বুর আচ্ছাদিত অংশে প্রবেশ করতে পারত না। তার পরিবর্তে পুরোহিত ঐ অংশে প্রবেশ করতেন। পুরোহিত ঐ পশুবলি পিত্তলময় বেদীতে উৎসর্গ করার পর, যখন বলির ধূয়া ঈশ্বরের কাছে উঠে যেত, পুরোহিত প্রাঙ্গণের পরবর্তী আসবাবপত্রের দিকে অগ্রসর হতেন, সেটাকে বলা হত প্রক্ষালন পাত্র। যেটা দেখতে একটা বৃহৎ স্নানপাত্রের ন্যায় ছিল। এই প্রক্ষালন পাত্রে, ঐ পুরোহিত সেই পাপী ব্যক্তির হয়ে, নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষ্কার করতেন কিন্তু পাপী প্রাঙ্গণের দ্বারের কাছেই দণ্ডায়মান থাকতো।

অস্থায়ী ভজনালয় বা প্রকৃত তাম্বুটি কিন্তু আচ্ছাদিত থাকত এবং সেটি দুটি কক্ষে বিভক্ত ছিল। বহিঃস্থ কক্ষটিকে বলা হতো পবিত্র স্থান। আর ভিতরের কক্ষটিকে বলা হত অতি পবিত্র স্থান এবং এই দুই কক্ষ একটা খুব মোটা পর্দা দিয়ে পৃথক করে রাখা হতো। এই অতি পবিত্র স্থানেই ঈশ্বর বাস করতেন। এই পর্দা অতি শক্ত বস্তু দ্বারা নির্মিত হতো। যোষেফাস আমাদের বলছেন যে বেশ কয়েকদল অশ্ব বিপরীত দিকে টেনেও এটিকে ছিঁড়তে পারত না। শলোমনের মন্দিরের এই ধরনের একটা পর্দা, যেটি যীশুর সময়েও ঐ মন্দিরে ছিল, সেটা এত বৃহৎ ছিল যে আজকালকার বৃহৎ রঙ্গালয়ের পর্দার সঙ্গে সেটার সাদৃশ্য দেখা যায়।

সুসমাচারে আমাদের বলা হয়েছে, যে মুহূর্তে যীশু ক্রুশের উপরে প্রাণত্যাগ করলেন, পবিত্র স্থান ও অতি পবিত্র স্থানের মধ্যবর্তী পর্দা, উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল (মার্ক ১৫:৩৮)। এটাই বাইবেলের শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনাগুলির মধ্যে একটি কিন্তু আমরা অনেক সময় সেটি লক্ষ্যই করি না।

উপাসনা তাম্বুতে আরও চারটি আসবাবপত্র ছিল। প্রাঙ্গণের প্রক্ষালন-পাত্রে, নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষ্কার করার পর, পুরোহিত আচ্ছাদিত তাম্বুর প্রথম অংশে অর্থাৎ পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতেন।

তাঁর দক্ষিণপার্শ্বে থাকতো দীপাধার। এই দীপাধারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এটি সেই প্রত্যাদেশের প্রতিনিধিত্ব করত, যেটি ঈশ্বর তাঁর লোকেদের ঈশ্বরের বাক্য প্রদানকালে দান করতেন এবং অবশ্যই এটা তাদের ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হওয়ার পথ প্রদর্শন করত। অতএব পুরোহিত ঐ দীপাধারের সম্মুখে আরাধনা করতেন এবং ঈশ্বর তাঁর লোকেদের এবং ঐ পাপী যে তখনও প্রাঙ্গণের দ্বারের কাছে অপেক্ষা করছে, তাদের তাঁর প্রত্যাদেশ প্রদানের নিমিত্ত ধন্যবাদ দিতেন।

ডানদিকে থাকত দর্শন-রুটির মেজ। এর উদ্দেশ্য হল, পুরোহিতকে মান্নার প্রতীক স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যে ঈশ্বর প্রত্যেক দিন আমাদের দৈনিক আহার দেন।

এর ঠিক ডানদিকে যে পর্দাটি অতি পবিত্র স্থানকে আবৃত করে রেখেছে, তার বিপরীতে ছিল ধূপ মেজ। সেই ধূপ মেজের কাছে দাঁড়িয়ে পুরোহিত ঐ পাপী ব্যক্তির মধ্যস্থ হিসাবে প্রার্থনা করবেন, যে পাপী তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এই পর্য্যন্ত পুরোহিত অগ্রসর হতে পারতেন, তারপর তিনি ফিরে যাবেন এবং অপর পাপী ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হবেন ও পুনরায় সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

বৎসরে একবার সমস্ত লোকেরা উপাসনা তাম্বুর চতুর্দিকে সমবেত হতেন। এই উপলক্ষ্যে প্রধান পুরোহিত পর্দার অপর পার্শ্বে অতি পবিত্র স্থানে উপস্থিত হতেন এবং সমস্ত লোকের পাপের জন্য বলিদানের রক্ত উৎসর্গ করতেন।

এই ক্ষুদ্র উপাসনা তাম্বুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, আমরা বুঝতে পারি, এর মধ্যস্থ প্রত্যেক আসবাবপত্র, যীশু খ্রীষ্টের কোন না কোন রূপক চিত্র প্রদর্শন করে। আর সেইজন্য, আসুন আমরা এর প্রতিটি বস্তুর প্রতি পৃথক পৃথকভাবে দৃষ্টিপাত করি।

তাম্বুর আসবাবপত্র

পিত্তলনির্মিত বেদীটি প্রকৃতপক্ষে নূতন নিয়মের সুসমাচার প্রচার করে। পিত্তল নির্মিত বেদীতে সমস্ত পশু বলিদান করা হতো এবং ক্রুশের উপরে যীশুর মৃত্যুতে ঐ সমস্ত উৎসর্গীকৃত বলিদান সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই পিত্তলের বেদী আমাদের বলে, "বলিদান ছাড়া তুমি পবিত্র ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হতে পার না"। "রক্তসেচন ব্যতিরেকে পাপমোচন হয় না" (ইব্রীয় ৯:২২)।

আর পবিত্র স্থানে প্রবেশের পূর্বে পুরোহিতগণ যে স্থানে নিজেদের আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষ্কার করতেন, সেই প্রক্ষালন পাত্রটি আমাদের সেই কথা বলে, যা শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে

আমাদের বলা হয়েছে ঃ "কে সদাপ্রভুর পর্বতে উঠিবে? ..... যাহার অঞ্জলি নির্দ্দোষ ও অন্তঃকরণ বিমল" (গীতসংহিতা ২৪:৩-৪)।

ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতাই ছিল, উপাসনা তাম্বুর চরম লক্ষ্য। সব কিছু সেই লক্ষ্যে পরিচালিত হতো। আর বাইবেলে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা অনেকটা ভোজন পর্বে ন্যায়। প্রক্ষালন পাত্র আমাদের সেই কথাই বলে, যা শিশুকালে আমাদের মা, আমাদের কাছে বলতেন ঃ "খাবার মেজে আসার আগে তোমার হাত ধুয়ে ফেল।" নৈশ আহারের পূর্বে নিজেকে ধৌত করুন, ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার পূর্বে ধৌত হয়ে আসুন। আপনাকে ধৌত হতেই হবে, পরিষ্কার হতেই হবে। প্রক্ষালন পাত্র এই কথাই প্রকাশ করতো।

পুরোহিত যখন সোনালী দীপাধারের সম্মুখে দাঁড়াতেন, তিনি স্বীকার করতেন যে এই পুস্তকের উৎস হলেন ঈশ্বর, যে পুস্তকটি আমরা এই বাইবেলের পরিদর্শনে পর্য্যালোচনা করছি। তিনি স্বীকার করতেন যে ঈশ্বরের বাক্যই আমাদের পথের আলো। তিনি আরাধনা করতেন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন কারণ ঈশ্বর ঐ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা পাপীকে পরিত্রাণ লাভ ও আরাধনায় পবিত্র ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার প্রত্যাদেশ দান করেছেন।

আমি পূর্বে যেমন বলেছি, দর্শন-রুটির মেজের উপরের রুটি এই ঘটনার প্রতীক যে, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের ভরণপোষণ করেন এবং তাদের সব প্রয়োজন যুগিয়ে দেন। স্বভাবতই ঈশ্বর কখনও চান না যে, তিনি আমাদের সমস্ত শক্তির উৎস, এ কথা আমরা ভুলে যাই। তিনি চান আমরা তাঁকে বিশ্বাস করব এবং আমাদের শারীরিক, আবেগময়, মানসিক ও আত্মিক সমস্ত প্রয়োজনে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করব।

তারপর আসুন আমরা ধূপ মেজের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। পুরোহিত যখন এই মেজের কাছে দাঁড়াবেন, তিনি প্রাঙ্গণের দ্বারে দণ্ডায়মান পাপীর জন্য প্রার্থনা করবেন। তিনি যখন তা করতেন, তখন তিনি আমাদের মহান পুরোহিত, যীশু খ্রীষ্টের চিত্র হয়ে যেতেন, যিনি পিতার কাছে আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করেন।

সারসংক্ষেপ

উপাসনা তাম্বুর সব কিছুই যীশু বিষয়ক। তিনি জগতের জ্যোতিঃ, তিনিই জীবন খাদ্য, তিনিই আমাদের পরিশুদ্ধ বলি। তিনিই সেই একজন, যিনি এসে, প্রক্ষালন পাত্রে আমাদের পরিষ্কৃত করেন। সেই উপাসনার ক্ষুদ্র তাম্বুতে, আপনি প্রকৃতপক্ষে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার অবলোকন করেন। আপনি যদি উপাসনা তাম্বুটি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন, তাহলে আপনি লেবীয় পুস্তকটিও অনুধাবন করতে পারবেন কারণ এই লেবীয় পুস্তকটি অনুসরণ করেই, পুরোহিতগণ উপাসনা তাম্বুতে তাঁদের কার্য্যাবলী সম্পন্ন করতেন। আপনি কি জানেন এই পবিত্র ক্ষুদ্র তাম্বুতে যীশুর চিত্রই অঙ্কিত করা হয়েছে।

দুই অধ্যায়

আজকের দিনের তাম্বু

আদিপুস্তকে আমরা পাঠ করেছি, যখন মানুষ পাপ করল, তার সবথেকে মন্দ ফলাফল হল, ঈশ্বর ও মানুষের বিচ্ছিন্নতা - একটা বিচ্ছেদ স্থাপিত হল। এই মূলগত সমস্যার সমাধান, বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলন, কিভাবে সম্ভব, সেই কথাই প্রকৃতপক্ষে বাইবেলে বলা হয়েছে। আর প্রান্তরের সেই অস্থায়ী উপাসনালয়ের (তাম্বু) মধ্যে দিয়েও সেই একই কথা বলা হয়েছে।

তাহলে কেন আজকের দিনে আমরা পশু বলি উৎসর্গ করি না? এর কারণ হল ঈশ্বরের দাবি পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা যখন ইব্রীয় পুস্তকে উপস্থিত হব, তখন এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু আলোচনা করব। কিন্তু ইব্রীয় নয় অধ্যায়ে, সংক্ষেপে বলা হয়েছে, এই উপাসনা তাম্বু একটি অস্থায়ী উপাসনালয়ের প্রতীক, যেটি স্বর্গীয় ক্ষেত্রে বর্তমান আছে। এই স্বর্গীয় উপাসনালয় কোন পার্থিব বস্তু দ্বারা নির্মিত নয়। এর সমস্ত বস্তুই স্বর্গীয়, আধ্যাত্মিক বস্তু। ঈশ্বর মোশিকে যে অস্থায়ী উপাসনালয় নির্মাণ করতে বলেছিলেন, সেটি একটি স্পর্শনীয়, দৃশ্য বস্তু ছিল আর ইব্রীয় ৯ অধ্যায়ে বর্ণিত আত্মিক অস্পর্শনীয় উপাসনালয়টি এ জগতে, মোশির সেই অস্থায়ী উপাসনা তাম্বুর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয়েছে।

স্মরণে রাখবেন, যীশু যখন ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করেছিলেন, শলোমনের মন্দিরের পর্দা, উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত চিরে গিয়েছিল। আরও মনে রাখবেন যে বৎসরে একবার প্রধান পুরোহিত সেই অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতেন এবং সমস্ত লোকের পাপ আচ্ছাদন করার নিমিত্ত রক্ত সিঞ্চণ করতেন। একইভাবে, যীশু যখন ক্রুশের উপরে প্রাণত্যাগ করলেন, তিনি হলেন আমাদের মহান প্রধান পুরোহিত এবং স্বর্গে তিনি, সেই স্বর্গীয় উপাসনালয়ে একই পদ্ধতিতে উপাসনা করে থাকেন। স্বর্গীয় উপাসনালয়ের পিত্তলময় বেদীতে তাঁর মৃত্যু উৎসর্গ করে, তিনি ঐসব পশু বলিদান সুসম্পন্ন করেছেন। তিনি প্রক্ষালন পাত্রের কাছে গিয়ে স্থায়ী শূচীকরণের ব্যবস্থা করেছেন।

যীশুর মৃত্যুর পূর্বে, পাপী মানুষ ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হতে পারত না। কেবলমাত্র পুরোহিত ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হতে পারতেন এবং পাপীর পক্ষে মধ্যস্থতা করতেন। কিন্তু যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা সেই সব কিছুই সুসম্পন্ন হয়েছে। যীশু যখন ক্রুশীয় মৃত্যু বরণ করলেন, তিনি আমার ও আপনার সোজাসুজি ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর করলেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবার্থ হল, এখন আমাদের দেহ ঈশ্বরের মন্দির। ১করিন্থীয় ৬:১৫-২০ পদে পৌলের লেখনীর নির্য্যাস হল ঃ "তোমরা কি বোঝ না যে ঈশ্বরের আত্মা

তোমাদের মধ্যে বাস করেন? যে কেহ সেই মন্দির অপবিত্র করে, ঈশ্বর তাকে বিনষ্ট করবেন। কারণ তাঁর মন্দির পবিত্র এবং নিশ্চিতভাবে তোমরা সেই মন্দির।" প্রেরিত পৌল, দৈহিক পাপে আবদ্ধ করিন্থীয়দের কাছে সেই সত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ তোমাদের দেহ ব্যভিচার করার জন্য তৈরী করা হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য নির্মিত হয়েছে। তোমরা কি বোঝ না যে তোমাদের দেহ ঈশ্বরের মন্দির এবং ঈশ্বর তোমার মধ্যে বাস করেন?

কলসীয় ১:২৭ পদে তিনি আমাদের বলছেন, "পরজাতিগণের মধ্যে সেই নিগূঢ়তত্ত্বের গৌরব ধন কি তাহা পবিত্রগণকে জ্ঞাত করিতে ঈশ্বরের বাসনা হইল; তাহা আমাদের মধ্যবর্তী খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা। তাঁহাকেই আমরা ঘোষণা করিতেছি।"

আপনার মধ্যবর্তী খ্রীষ্ট এক অলৌকিক বিষয়। এর অর্থ ঈশ্বর আপনার মধ্যে বাস করেন এবং এর আরও এক অর্থ, ঈশ্বর, আপনাকে যেভাবে জীবনযাপনের জন্য আহ্বান করেছেন, আপনার প্রয়োজনীয় সেই সবকিছু আছে।

এখন আসুন, আমরা আমাদের নিজ নিজ জীবনে, এই সুন্দর কাল্পনিক উপাসনা তাম্বু বিষয়ে চিন্তা করি। প্রাতঃকালে আপনি যখন শয্যাত্যাগ করেন, জগতের মাঝে ঐ দিনটি অতিবাহিত করার পূর্বে, আমি মনে করি ঐ প্রাতঃকালটিই একটি শান্ত সময়, উপাসনার সময় ও ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার সময়। যখন আপনি তা করেন, এই উপাসনা তাম্বুর মধ্য দিয়ে দিন যাপনের কথা চিন্তা করতে চেষ্টা করুন। কল্পনা করুন, আপনি পিত্তলময় বেদীর কাছে যাচ্ছেন এবং তারপর এই সুসমাচারে বিশ্বাস করুন যে, যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের মেষশাবকরূপে আপনার পাপের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন। যদি আপনি আপনার পাপের ক্ষমালাভের জন্য প্রভু যীশুকে কখনও বিশ্বাস না করে থাকেন, এখন বিশ্বাস করুন, এবং তারপর যীশুর ক্রুশে, আপনার পাপের ক্ষমালাভের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন, তিনি আপনার পাপের জন্য পরিশুদ্ধ বলি।

তারপর কল্পনা করুন, আপনি প্রক্ষালন-পাত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, সেখানে আপনার হাত ও পা ধৌত করা প্রয়োজন এবং এই ধৌত কার্য্য অবিরত হওয়া প্রয়োজন। আপনার জীবনে কি অমলিন কিছু আছে, যা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে না? ঈশ্বরের কাছে সেগুলি স্বীকার করুন, সেগুলি দূরে সরিয়ে দিন এবং পরিষ্কৃত হন। তারপর প্রতীকিভাবে বলা যায়, পবিত্র স্থানে প্রবেশ করুন এবং দীপদানির কাছে উপস্থিত হন। তারপর প্রত্যাদেশের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন; জীবন ও পরিত্রাণের সম্পর্কে তিনি আপনাকে অন্ধকারে পরিত্যাগ করেন নি, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। ঈশ্বরের বাক্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন।

তারপর মনে করুন, আপনি দর্শনরুটির মেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আপনার সমস্ত প্রয়োজন যুগিয়ে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। যেভাবে আপনার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হয়েছে, আপনার প্রত্যেক টুক্‌রো রুটি ও আপনার প্রত্যেকটি সম্পদের উৎস হিসাবে তাঁকে স্বীকার করুন। স্বীকার করুন যে তিনিই আপনার প্রতিটি প্রয়োজন মিটিয়েছেন এবং কৃতজ্ঞচিত্তে সব কিছু স্বীকার করুন।

যখন আপনি ধূপ বেদীর কথা চিন্তা করবেন, প্রার্থনার অলৌকিকতা সম্পর্কে চিন্তা করুন। ঐ দিন আপনি যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন এবং আপনার প্রতিটি প্রয়োজনের জন্য, সময় নিয়ে প্রার্থনা করুন।

তারপর যখন আপনি অতি পবিত্র স্থানের কথা চিন্তা করবেন, আপনি বিশেষভাবে স্মরণ করবেন যে ঈশ্বরের পবিত্র উপস্থিতির স্থান অবশ্যই আছে। স্মরণে রাখবেন, আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা আছেন এবং আমরা যেখানেই থাকি, আমরা ঈশ্বরের একান্ত সান্নিধ্যে আসতে পারি। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য আমাদের কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। আমাদের উপাসনা তাম্বুর ন্যায় আক্ষরিক আরাধনা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই কারণ যীশু ক্রুশের উপরে প্রাণত্যাগ ক'রে, আমাদের পক্ষে সরাসরি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়া সম্ভবপর করেছেন।

প্রান্তরের এই অস্থায়ী-উপাসনালয়ের বহুবিধ আরাধনা-পদ্ধতি আছে। তারমধ্যে এটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঃ একজন পাপী পুরুষ বা নারীর পক্ষে এখনও পবিত্র ঈশ্বরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়া সম্ভব এবং প্রকৃতপক্ষে এক নূতন ও জীবন্ত উপায়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়া যায় কারণ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সেটি সম্ভবপর হয়েছে।

যখন আমরা বিশেষভাবে বুঝতে পারি, এটা সম্ভবপর করার জন্য ঈশ্বর কি করেছেন, আপনি ভাববেন যে তাঁর সান্নিধ্যে মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু তা কেন হয় না? আপনি কি কখনও আপনার পবিত্র ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এসেছেন? যীশু বলেছেন ঃ "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না (যোহন ১৪:৬ পদ)। আমরা সুসমাচারের এই মহান পদটির চিত্র আরাধনা তাম্বুতে দেখতে পাই। ঈশ্বর আপনার সঙ্গে মিলিত হতে চান এবং আপনার জীবনে তাঁর উপাসনালয় নির্মাণ করতে চান।

তিন অধ্যায়

বলি উৎসর্গের প্রকৃত অর্থ

এখন উপাসনা তাম্বু সম্পর্কে ধারণা লাভের পর এখন আমরা এই ক্ষুদ্র লেবীয় পুস্তকটি অধ্যয়ন করতে পারব। এই পুস্তকটি প্রকৃতপক্ষে, পুরোহিতদের একটি সহজ, সরল পুস্তিকা। এ এমন এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা যেখানে কিভাবে পশু বধ করতে হবে, তার অংশগুলি নিয়ে কি করতে হবে, ও অন্যান্য নানা বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে। এখানে হয়তো গীতসংহিতা ২৩ গীত অথবা ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ের মতো অনুপ্রেরণাদানকারী কিছু লেখা হয় নি কিন্তু দয়া করে একথা মনে করবেন না যে এই লেবীয় পুস্তক থেকে কোন আত্মিক সত্য বা আরাধনামূলক প্রয়োগবিধি আপনি লাভ করতে পারবেন না। এই পুস্তকে কয়েকটি সুন্দর সত্য নিহিত আছে এবং আমি এই পুস্তকের কয়েকটি সুন্দর বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

পরিচ্ছেদ

আপনাকে বুঝতে হবে, পুরোহিতদের এই পুস্তিকা কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই পুস্তকের প্রথম সাতটি অধ্যায়ে বলিদানের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পুরোহিতগণ এইসব বলিদান প্রস্তুত করার কালে ঠিক কি করবেন, সেই কথা এখানে বলা হচ্ছে এবং এখানে এইসব বলিদানের উপরেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে।

আট থেকে দশ অধ্যায় পর্য্যন্ত, সেবক অর্থাৎ পুরোহিতগণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পুরোহিতেরা কিরূপ হবেন এবং তাদের কিরূপ মানদণ্ড বজায় রাখতে হবে, এই পরিচ্ছেদে সেই নির্দেশই মানুষকে দেওয়া হয়েছে। প্রায়গিক অর্থে এই অধ্যায়গুলিতে বহু সুন্দর আরাধনামূলক সত্য নিহিত আছে।

এই পুস্তকের মর্মকথা পাওয়া যায় ১১ থেকে ২৪ অধ্যায়ে। আমি এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছি, "পবিত্রকরণ।" উপাসনা তাম্বু এবং তার সঙ্গে যুক্ত পুরোহিতগণ, সমগ্র জগতে ঈশ্বরের এই অভিমত প্রকাশ করে যে, ঈশ্বরের মনোনীত জাতি এক পবিত্র জাতি কারণ তাদের ঈশ্বর হলেন পবিত্র। এই অধ্যায়গুলিতে গুরুত্ব সহকারে দেখানো হয়েছে যে, এই জাতি একটি পৃথক জাতি। "পবিত্র" শব্দের অর্থ হল, "যা ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত।" এই পুরোহিতগণ এমন জীবনযাপন করবেন, যেন তাঁরা অবশ্যই ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত।

২৩ থেকে ২৫ অধ্যায়কে আমি বলি, "উপাসনা পদ্ধতি"। যিহূদিদের ধর্মবিশ্বাসে বহু পবিত্র দিন ছিল এবং বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকে আমরা সেগুলির উল্লেখ পাই। যেহেতূ ঐ পুরোহিতেরা ঐসব পবিত্র দিনগুলিতে ঐ অতি নিগূঢ় অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করতেন, তাদের কিভাবে সেগুলি করতে হবে, সে বিষয়ে উপদেশের প্রয়োজন ছিল।

আপনি যখন লেবীয় পুস্তকের এই অংশে উপস্থিত হবেন, নিজেকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করুন ঃ ঈশ্বর যখন নিস্তারপর্বের ন্যায় পবিত্র দিন স্থির করেছিলেন, তিনি পুরোহিতগণকে কোন্ কথা স্মরণ করাতে চেয়েছিলেন? তারপর নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন ঃ ঈশ্বর কেন পুরোহিতদের এইসব কথা স্মরণ করাতে চেয়েছিলেন?

প্রয়োগ

আমি লেবীয় পুস্তকের শেষ দুই অধ্যায়ের নাম দিয়েছি "সমর্পণ"। লেবীয় পুস্তক, দ্বিতীয়বিবরণ পুস্তক ও যিহোশূয় পুস্তক প্রয়োগবিধির শক্তিশালী উপদেশ দ্বারা সমাপ্ত করা হয়েছে। এই পুস্তকগুলির শেষে ঈশ্বরের লোকদের, তাঁর ব্যবস্থা পালন করার ও যে কারণে তাদের আহ্বান করা হয়েছে, সেই পবিত্র হওয়ার বিস্ময়কর উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। লেবীয় পুস্তকের শেষের অধ্যায়গুলিতে প্রদত্ত উপদেশাবলী ঐ শেষ অধ্যায়গুলিকে অতি শক্তিশালী অধ্যায়ে পরিণত করেছে। মোশি বলেছিলেন যে তাঁর জিহ্বায় জড়তা আছে, বা তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারেন না কিন্তু এখানে তিনি একজন উত্তম বক্তারূপে প্রতীয়মান হয়েছেন।

আরাধনামূলক, ব্যক্তিগত ও বাস্তব প্রয়োগবিধি

এখন আসুন আমরা এই লেবীয় পুস্তকের কয়েকটি আরাধনামূলক আশীর্বাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদ "বলিদান" নিয়ে শুরু করব। এই পুস্তকের প্রথম সাতটি অধ্যায়ে, ঈশ্বরের কাছে বলি উৎসর্গ করা সম্পর্কে পুরোহিত-গণকে কয়েকটি অতি সুন্দর সত্য সম্বলিত উপদেশাবলী প্রদত্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন একজন পাপী উপাসনা তাম্বুর নিকটে আসত এবং ক্ষমাভিক্ষা করত, সে দ্বারের কাছেই একজন পুরোহিতের সঙ্গে মিলিত হতেন। সেই পুরোহিত ঐ পাপীকে তার বলি উৎসর্গের অর্থ বিষয়ে নির্দেশ দিতেন।

অন্যান্য দায়িত্বের সঙ্গে পুরোহিতগণ ঈশ্বরের লোকদের শিক্ষক রূপেও কাজ করতেন। ঐ পাপী যখন বলি উৎসর্গ করত, পুরোহিত তাকে ঐ পশুর মাথার উপর হাত রাখার নির্দেশ দিতেন। পাপী ব্যক্তি সেটা করলে পর, পশুটিই তার প্রতিভূ হত। পাপীর

সমস্ত পাপ তখন ঐ পশুর মস্তকে স্থানান্তরিত হত। তখন পাপের কারণে পাপীর প্রাপ্য মৃত্যু ঐ পশুকে ভোগ করতে হতো, পাপীকে করতে হতো না। অর্থাৎ পশুটি ঐ পাপীর পাপের ফলভোগ করত। যেখানে আমরা এই পরি ভাষাটি পাই "স্কেইপ্‌গৌট্ (অপরের দুষ্কর্মের ভারবাহী ব্যক্তি)"। এটাই বলি উৎসর্গের তাৎপর্য। ঈশ্বতত্ত্ববিদগণ যখন এই সুন্দর প্রতীকটিকে আমাদের পাপের জন্য যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন এই প্রথাকে "প্রতিকল্প-প্রায়শ্চিত্ত" ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেন।

তাছাড়া এই পুস্তক পাঠকালে আপনি এটাও দেখবেন, কোন কোন সময়ে সমগ্রজাতি পাপে লিপ্ত হতো এবং সেইজন্য তাদের জাতিগতভাবে অনুতাপ করতে হতো। তারা যখন বুঝতো যে তারা কি করেছে, তাদের পাপের বলিরূপে বৃষশাবক উৎসর্গ করত। তারা সেটি আরাধনালয়ে আনয়ন করত, যেখানে জাতির নেতাগণ সেই পশুর মস্তকে হস্তার্পণ করত ও সদাপ্রভুর সম্মুখে সেটি হত্যা করত। তারপর তাদেরকে পাপের বলি উৎসর্গের স্বাভাবিক একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হতো। এইভাবে পুরোহিতগণ সমগ্র জাতির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করত। আজকের দিনে একটি জাতির পক্ষে এই অভিজ্ঞতালাভ কি অপূর্ব নয়? জাতির পাপের জন্য জাতীয় প্রায়শ্চিত্ত, যে কোন জাতির পক্ষে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। লেবীয় পুস্তকে এই ঘটনাটির কথাই বলা হয়েছে।

এই সকল পুরোহিত ছিলেন অভিষিক্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ তাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতেন। এটা প্রদর্শন করার জন্য তারা ঐ বলির রক্ত, পুরোহিতদের কর্ণমূলে, হস্তদ্বয়ে ও দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে লেপন করতেন। আর পুরোহিতদের এই কথা বলা হতো ঃ "তোমাকে পবিত্র মানুষ হতে হবে। তুমি লোকেদের পবিত্র হওয়ার জন্য পরিচালিত করবে। যাকিছু তুমি শুনবে, হাত দিয়ে যা কিছু স্পর্শ করবে বা যেসব কাজ করবে, আর যে সকল স্থানে যাবে, সব কিছু পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।"

যখন আমরা বলি যে, মোশি যখন ব্যবস্থা পুস্তকগুলি লিখেছিলেন, তিনি যীশুর কথাই লিখেছিলেন, তখন আমরা যা বুঝাতে চাই, তার এক সুন্দর উদাহরণ, আমরা এই লেবীয় পুস্তকে দেখতে পাই। নূতন নিয়মে আমরা দেখি, যীশু যখনই কোন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করতেন, তিনি তাকে বলতেন, "যাও, পুরোহিতদের নিজেকে দেখাও।" তিনি একথা কেন বলতেন? কারণ লেবীয় পুস্তকে আমরা দেখি পুরোহিতদের সেইরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

আপনি যখন লেবীয় পুস্তকের শেষ অধ্যায়টি পাঠ করবেন, সেখানে দেখবেন মোশির অপূর্ব সুন্দর উপদেশে বহু আরাধনামূলক বিষয় লেখা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ঈশ্বরের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন, যদি তোমরা আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, আমি তোমাদের বৃষ্টি দান করব, ভূমি প্রচুর শস্য উৎপন্ন করবে, বৃক্ষরাজি ফলে পূর্ণ হবে, পুনরায় বীজ বপনের সময় পর্য্যন্ত দ্রাক্ষালতায় দ্রাক্ষা পক্ক হবে। তোমরা তৃপ্তি সহকারে ভোজন করবে ও নিরাপদে নিজ দেশে বাস করবে। আমি তোমাদের শান্তি দিব এবং তোমরা নির্ভয়ে নিদ্রা যাবে। তোমরা শত্রুদের পশ্চাৎ ধাবমান হবে এবং তোমাদের খড়্গাঘাতে তাদের মৃত্যু হবে। তোমাদের পাঁচজন তাদের একশ জনকে তাড়িয়ে দেবে, এবং একশ জন এক সহস্রজনকে বিতাড়িত করবে। তোমরা সমস্ত শত্রুদের পরাস্ত করবে। "আর আমি তোমাদের মধ্যে গমনাগমন করিব ও তোমাদের ঈশ্বর হইব, এবং তোমরা আমার প্রজা হইবে," (লেবীয় ২৬:১২ পদ)।

আপনি লেবীয় পুস্তকে আরও দেখবেন, সমকামিতার ন্যায় কতকগুলি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঈশ্বরের পরিকল্পনা এই যে মানুষ পরস্পরের সঙ্গী হবে ও সন্তানের পিতামাতা হবে এবং সন্তানের জন্ম দেবে, যারা আবার পরস্পরের সঙ্গী হবে ও পিতামাতা হবে কিন্তু সমকামিতা ঈশ্বরের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচারণ করে। সমকামিতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ এর ফলাফল উত্তম নয়। মোশি এ ব্যাপারে সোজাসুজি খুবই জোরের সঙ্গে সমকামিতার নিন্দা করেছেন। মোশি গণনাপুস্তকে জাদুবিদ্যা, ডাইনীবিদ্যা, ভাগ্যগণনা ও অন্যান্য আরও বিষয়ের নিন্দা করেছেন। মোশি প্রদত্ত ঈশ্বরের বিধানগুলি খুবই কঠোর কারণ এর দ্বারা যিহূদিদের একটি পবিত্র জাতিতে পরিণত করা হয়েছিল। পবিত্রতাই লেবীয় পুস্তকের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়।

আমি আশা করি লেবীয় পুস্তকের এই ভূমিকা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপনাকে এই পুস্তকটি পাঠ ও অধ্যয়ন করতে সাহায্য করবে এবং তার ফলে আপনি বিশেষভাবে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবেন। মনে রাখবেন, লেবীয় পুস্তক পুরোহিতদের বিশেষ পুস্তিকা, যা তাদের দেখিয়ে দিত, কিভাবে তারা ঈশ্বরের পবিত্র, অভিষিক্ত ব্যক্তি হতে পারে এবং ঈশ্বরের লোকদের পবিত্র হওয়ার জন্য শিক্ষা দিতে পারে।

"সদাপ্রভু বলেন, পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র" — আমাকে ও আপনাকে, লেবীয় পুস্তকে এই শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে।

গণনা পুস্তক

চার অধ্যায়

সিদ্ধান্তের মাত্রা

আদিপুস্তকে যে কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে, যাত্রাপুস্তকে যেটি আন্দোলিত হয়েছে, সেই কাহিনীই এই গণনা পুস্তকে প্রবাহিত হয়েছে, যদিও ইতিমধ্যে মোশিকে প্রদত্ত পরিকল্পনা পুস্তক ও প্রান্তরে অস্থায়ী উপাসনা নির্মাণের খুঁটিনাটি দ্বারা ঐ কাহিনীর প্রবাহমানতা কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

ইস্রায়েল সন্তানগণ যখন অলৌকিকভাবে মিশরের দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করল, প্রতিজ্ঞাত কনানদেশে প্রবেশ করার পূর্বে তাদের একটি প্রান্তর অতিক্রম করতে হয়েছিল। গণনাপুস্তকে আমাদের বলা হয়েছে যে তারা মিশর থেকে সরাসরি কনান দেশে যেতে পারে নি। তারা চল্লিশ বৎসর ধরে বৃত্তাকারে সেই প্রান্তরের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিল!

আলংকারিক অর্থে বলা যায়, আজকের দিনেও বহু বিশ্বাসী সেই একই কাজ করে থাকে। তারা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা পাপের দণ্ড থেকে উদ্ধারলাভ করেছে - তারা খ্রীষ্টের ক্ষমা লাভ করতে ইচ্ছুক হয়েছে, তথাপি ঈশ্বর তাদের জীবনযাপনের জন্য সৃষ্টি ও নূতন সৃষ্টি করেছেন, তারা সেভাবে জীবনযাপন করে না। তারা অবসাদগ্রস্ত, ক্লান্ত, অসন্তুষ্ট ও অপরিতৃপ্ত। তারা নূতন নিয়মে যে "অনন্ত জীবনের" কথা বলা হয়েছে, সেই জীবনযাপনের "প্রতিজ্ঞাত দেশে" প্রবেশ করে নি (যোহন ৩:১৫)। যীশু বলেছেন, "আমি আসিয়াছি, যেন তারা জীবন পায় ও উপচয় পায়" (যোহন ১০:১০)। নূতন নিয়মে এই ধরনের জীবনকে বলা হয়েছে, 'অনন্ত জীবন।'

নূতন নিয়মে বিশ্বাসীদের পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত এই জীবনের প্রতীক চিত্র হল প্রতিজ্ঞাত কনান দেশ। পরিবর্তে তারা অনেক সময় অবিশ্বাস, মোহমুক্তি ও বিশৃঙ্খলার বৃত্তে আবর্তিত হতে থাকে। ইব্রীয় জাতির ইতিহাসে এই অধ্যায়টি নথিভুক্ত করে, গণনা পুস্তকে রূপকের আকারে আমাদের এই শিক্ষাই প্রদত্ত হয়েছে।

এক প্রজন্মের মৃত্যু

এই পুস্তকটিকে গণনা পুস্তক বলা হয় কারণ ইব্রীয় জাতির লোকদের দুবার গণনা করা হয়েছিল। এই পুস্তকের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে ও পরে ছাব্বিশ অধ্যায়ে, লোকগণনার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই প্রথম ও দ্বিতীয় লোক গণনার মধ্যে আমরা দেখি একটি সমগ্র প্রজন্ম মৃত্যুবরণ করেছিল।

তাদের বিশ্বাসহীনতার জন্য ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে বলেছিলেন ঃ "তোমরা এই প্রান্তরে মৃত্যুবরণ করবে। যারা আমার বিরুদ্ধে বচসা করেছ, কুড়ি বৎসরের ঊর্দ্ধে এমন এক জনও সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে পারবে না। কেবলমাত্র কালেব ও যিহোশূয় সেখানে প্রবেশ করতে পারবে। তোমরা বলেছ যে তোমাদের সন্তানেরা ঐ দেশের লোকেদের দাসে পরিণত হবে। কিন্তু তোমরা যে দেশ ঘৃণা করেছ, আমি তাদের নিরাপদে সেই দেশে আনয়ন করব ও সেই দেশে রাখব। কিন্তু তোমাদের মৃতদেহ এই প্রান্তরেই পড়ে থাকবে এবং চল্লিশ বৎসর তোমরা এই মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াবে। এইভাবে তোমরা, তোমাদের বিশ্বাসহীনতার দণ্ড ভোগ করবে, যতক্ষণ না তোমাদের শেষ ব্যক্তি এই মরুভূমিতে প্রাণত্যাগ করে। আমাকে পরিত্যাগ করার অর্থ, আমি তোমাদের শিক্ষা দিব। তোমরা প্রত্যেকেই এই প্রান্তরে মৃত্যু বরণ করবে" (গণনা ১৪:৩৪-৩৬)।

যখন ইস্রায়েল সন্তানগণ প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঈশ্বর তাদের কাছে, বারংবার প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি প্রদানের নিমিত্ত, তিনি তাদের জন্য অনেক অলৌকিক কার্য সাধন করেছিলেন। এইভাবে, তিনি তাদের এই বিশ্বাস দান করতে চেয়েছিলেন যে, তারা যর্দন নদী অতিক্রম করে, কনান দেশ আক্রমণ করতে পারবে।

পরিবর্তে তারা মিশর দেশ থেকে যাত্রা করে লোহিত সাগর অতিক্রম করে, সীনয় পর্বতের কাছে কাদেশ-বর্ণেয় প্রদেশে উপস্থিত হয়েছিল এবং তারপর তারা চল্লিশ বৎসর বৃত্তাকারে অবিরত ঘুরতে থাকে। দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে বলা হয়েছে যে মাত্র এগারো দিনের মধ্যে মিশর থেকে কনান দেশে যাওয়া সম্ভব ছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ১:২)।

প্রান্তরে, তাদের বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য, ঈশ্বর দশবার অলৌকিক কার্য্য সাধন করেছিলেন কিন্তু তারা অবিরত কেবলমাত্র বৃত্তাকারেই ঘুরতে থাকে। অনেক সময় তারা এত নিদারুণভাবে পাপ করেছিল যে, মোশিকে তাদের পুরোহিত ও ভাববাদী উভয়রূপেই কাজ করতে হয়েছিল। তিনি তাদের পুরোহিতরূপে সীনয় পর্বতের উপরে গিয়ে, তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে মধ্যস্থতা করেছিলেন। তাদের পুরোহিতরূপে তিনি বিশেষভাবে প্রার্থনা করতেন, "হে সদাপ্রভু, দয়া করে তাদের ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।" দশবার এরূপ ঘটনা ঘটেছিল এবং ঈশ্বর দশবার তাদের ক্ষমা করেছিলেন (গণনা ১৪:২২)।

সীনয় পর্বত থেকে মোশি প্রার্থনা করেছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানদের পাপের ক্ষমাদান করে, ঈশ্বর যেন তাদের প্রতি ধৈর্য্যশীল হন। মোশির অনুরোধে ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেছিলেন কিন্তু বলেছিলেন, "আমার প্রতিকূলে বচসাকারী এই দুষ্ট মণ্ডলীর ভার আমি কতকাল সহ্য করিব? ইস্রায়েল সন্তানগণ আমার প্রতিকূলে যে যে বচসা করে, তাহা আমি

শুনিয়াছি। তুমি তাহাদিগকে বল, সদাপ্রভু কহেন, আমি জীবন্ত, আমার কর্ণগোচরে তোমরা যাহা বলিয়াছ, তাহাই আমি তোমাদের প্রতি করিব; এই প্রান্তরে তোমাদের শব পতিত হইবে। তোমাদের সম্পূর্ণ সংখ্যানুসারে গণিত বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক তোমরা যে সমস্ত লোক আমার বিপরীতে বচসা করিয়াছ" (গণনা ১৪:২৭-২৯)।

মোশি যখন লোকেদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য জানালেন, সমগ্র শিবিরে কি দুঃখের ছায়াই না নেমে এসেছিল। তারা অতি প্রত্যুষে উঠে, প্রতিজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। তারা জানতো যে তারা পাপ করেছে কিন্তু সদাপ্রভু তাদের যে দেশ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেখানে যেতে তারা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মোশি তাদের বললেন যে খুব দেরী হয়ে গেছে। কারণ তারা সদাপ্রভুকে পরিত্যাগ করেছিল, এইজন্য এখন সদাপ্রভু তাদের পরিত্যাগ করেছেন।

আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক রূপকের আকারে এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে বলা হয়েছে। তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের ক্ষমা করেছিলেন কিন্তু তাদের পাপ তখনও তাঁকে মন্ত্রণা দিত। ঠিক একইভাবে ক্ষমালাভের পরও আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনে আরও কিছু থাকে। আমরা সৃষ্ট হয়েছি এবং পরিত্রাণের মধ্য দিয়ে আমাদের নূতন সৃষ্টি হয়েছে, যেন আমরা তাঁর সেবা করে এবং তিনি আমাদের জন্য যে পরিকল্পনা করেছেন, সেই সব কিছু সাধন ক'রে ঈশ্বরের গৌরব করতে পারি। বাইবেলে বলা হয়েছে যে আমাদের পরিত্রাণের একটি উদ্দেশ্য আছে। কনানদেশে প্রবেশ না ক'রে, ইস্রায়েল জাতির প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর এই অভিজ্ঞতা এই ভয়াবহ বাস্তবতা প্রদর্শন করে যে, এই জীবনে আমাদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্য আমরা হয়তো অনুভব নাও করতে পারি।

সিদ্ধান্তের মাত্রা

যখন কোন বিমানচালক কনকর্ড বা ৭৪৭ যাত্রীবাহী বিমানের ন্যায় কোন বৃহৎ জেট বিমান অবতরণ করায়, সে এমন এক বিন্দুতে পৌঁছায়, যার পর আর নিম্নে যেতে পারে না কিন্তু তাকে অবতরণ করতে হয়। সেই না ফেরার বিন্দুটিকে বলা হয় LD বা 'Level of Decision (সিদ্ধান্তের মাত্রা)। ঈশ্বর অসীম ধৈর্য্যশীল ও অনুগ্রহে পূর্ণ। কিন্তু গণনা পুস্তকের চোদ্দ অধ্যায়ে আমাদের বলা হচ্ছে, আমাদের বিশ্বাসের যাত্রাপথে এমনই একটি সিদ্ধান্তের মাত্রা আছে। ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমনের ক্ষেত্রে এরূপ একটি বিন্দু আছে, যেখানে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়, আমরা আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করব, কি করব না।

যদিও ঈশ্বর, আমরা যেন তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পারি, সেজন্য সবকিছুই করে থাকেন,

কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছে, তিনি আমাদের নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করাতে চান, তার জন্য অন্য কাউকে অন্বেষণ করেন। ঈশ্বর যখন আমাদের প্রতি বিমুখ হন কারণ আমরা তাঁর ইচ্ছামতো কাজ করতে অস্বীকার করি, আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয় কারণ আমরা তখন এই জীবনে পরিত্রাণের উদ্দেশ্য আর অনুধাবন করতে পারি না। আমরা আমাদের পরিত্রাণ হারিয়ে ফেলি না কিন্তু এ জীবনে ঈশ্বর যে উদ্দেশ্যে আমাদের উদ্ধার করেছেন, আমরা সেই উদ্দেশ্য পূরণের সুযোগ হারিয়ে ফেলি (ইফিষীয় ২:৮-১০)।

গণনা পুস্তকের এই আশ্চর্যজনক চোদ্দ অধ্যায়ের কয়েকটি অতি দুঃখজনক পদ হল, সেই পদগুলি, যেখানে ঈশ্বর তাদের বলছেন ঃ "এখন খুবই দেরী হয়ে গেছে! তোমাদের অস্ত্র সংবরণ কর! তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছ এবং এখন ঈশ্বরও তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন!"

আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য ঈশ্বরের উত্তম, প্রীতিজনক ও সিদ্ধ ইচ্ছা আছে (রোমীয় ১২:১,২)। গণনাপুস্তকে, আমাদের ঈশ্বরের সেই ইচ্ছানুসারে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। গণনা পুস্তকের চোদ্দ অধ্যায় পাঠ করলে, আমরা এই সিদ্ধান্তের মাত্রার চিত্র অবলোকন করি, সেখানে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়, আমরা এ জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কাজ করব, কি করব না। আমাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কখনও খুবই বিলম্ব হয়ে যায় না, যদি আমরা আর বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত না হয়ে, ঈশ্বরের পরিকল্পিত "কনান" আক্রমণ ও জয় করি।

পাঁচ অধ্যায়

মনোযোগ-আকর্ষণকারী উপমাসমূহ

গণনা পুস্তকটি শক্তিশালী রূপক ও উপমাদ্বারা পূর্ণ। প্রেরিত পৌল বাইবেলের এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি, আমাদের আরাধনামূলক ও ব্যক্তিগত প্রয়োগের মূল বিষয়রূপে প্রদান করে বলেছেন ঃ "এই সকল তাহাদের প্রতি দৃষ্টান্তস্বরূপে ঘটিয়াছিল এবং আমাদেরই চেতনার জন্য লিখিত হইল; আমাদের যাহাদের উপরে যুগকলাপের অন্ত আসিয়া পড়িয়াছে" (১ করিন্থীয় ১০:১১)। এর অর্থ আমরা যখন শাস্ত্রের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি পাঠ করব, আমরা মনে রাখব সেগুলি আমাদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ও সতর্কতামূলক।

"উদাহরণ" শব্দের জন্য পৌল যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সেটিকে আমরা

"নানাধরন" বা "ক্ষুদ্র বস্তুগত শিক্ষা" বা "উপমা" অনুবাদ করতে পারি। যখন আমরা বলি এই পুস্তকটি উপমা দ্বারা পূর্ণ, আমরা এটা বলতে চাই না যে, এই সকল ঘটনা প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। উপমা হল একটা কাহিনী বা ঘটনা, যার একটা গভীরতর অর্থ আছে, যা আমাদের নৈতিক বা আত্মিক উপদেশ দান করে।

পথ-প্রদর্শনের মেঘ

যাত্রাপুস্তকের শেষ পদগুলিতে আমরা পাঠ করি যে, যখন অস্থায়ী উপাসনালয় বা উপাসনা তাম্বু নির্মাণ শেষ হওয়া সময়ে এক অতি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। ঈশ্বর মোশিকে প্রান্তরে উপাসনা তাম্বু নির্মাণের জন্য যে নিপুণ নক্সা প্রদান করছিলেন, ঠিক তারই অনুকরণে পরবর্তীকালে শলোমনের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। শলোমনের মন্দির একটি স্থায়ী মন্দির এবং সেটি অতি মূল্যবান বস্তু দ্বারা জাঁকজমকভাবে নির্মিত হয়েছিল। যখন ঐ মন্দিরটি উৎসর্গ করা হচ্ছিল, ঈশ্বরের আত্মা মেঘরূপে আবির্ভূত হলেন এবং শলোমনের মন্দির এমন প্রতাপে পরিপূর্ণ করলেন যে পুরোহিতেরা দৌড়ে মন্দিরের বাইরে চলে গিয়েছিলেন (১ রাজাবলি ৮:১০,১১)।

মোশি যখন ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে, প্রান্তরে উপাসনা তাম্বু নির্মাণ করেছিলেন, আমরা পাঠ করি যে একটা অতি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল ঃ "যে দিন ঐ উপাসনালয় স্থাপিত হইল, মেঘ সেটি আচ্ছাদন করল। এবং সন্ধ্যাকালে সেই মেঘ অগ্নির রূপ ধারণ করল এবং প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকল। এইরূপ প্রত্যেক দিনই হত, দিনের মেঘ রাত্রে অগ্নির রূপ ধারণ করত। আর যখন ঐ মেঘ ঊর্দ্ধে নীত হত, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করত এবং মেঘ যে স্থানে অবস্থিতি করত, তারা সেই স্থানে শিবির স্থাপন করত।

ইস্রায়েল সন্তানগণ প্রান্তরের মধ্যে মেঘের আকারে ঈশ্বরের আত্মাকেই অনুসরণ করত। এইভাবে তারা ঈশ্বরের আদেশানুসারে যাত্রা করত, তাঁর আদেশানুসারে যাত্রা থামাত এবং মেঘ যতদিন সেখানে থাকত, তারা সেখানে শিবির স্থাপন করতো। যদি মেঘ দীর্ঘ দিন সেখানে থাকত, তারাও সেখানে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করত। যদি মেঘ কয়েকদিন মাত্র স্থায়ী হতো, তারাও কয়েকদিনমাত্র অপেক্ষা করত। যখন মেঘ আবার চলতে শুরু করত, তারা শিবির ভেঙ্গে দিয়ে, ঐ মেঘ অনুসরণ করত। যদি মেঘ ঐ অস্থায়ী উপাসনালয়ের উপরে দুদিন, দুমাস বা এক বৎসর স্থায়ী থাকতো, লোকেরাও সেখানে বসবাস করত। যখনই মেঘ গতিশীল হতো, তারাও যাত্রা শুরু করত। অর্থাৎ তারা সদাপ্রভুর আদেশানুসারে যাত্রা করত বা শিবির স্থাপন করত" (গণনা ৯:১৫-১৯)।

এটি ঐশ্বরিক পথনির্দেশের এক অলৌকিক রূপক, আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার অলৌকিক কাজ এবং আমাদের উপর আত্মার অভিষেকের এক সুন্দর কাহিনী। পরে, নূতন নিয়মে এই উপাসনা তাম্বু আমাদের দেহের চিত্রে পরিণত হয়, যা একটি মন্দিরে পরিণত

হয়, যেখানে পবিত্র আত্মা বাস করেন এবং আমাদের নূতন জন্মের কার্য সাধন করেন। উপাসনা তাম্বুতে ও শলোমনের মন্দিরে যেরূপ করেছিলেন, ঠিক সেই ভাবে পবিত্র আত্মা আমাদের অভিষিক্ত করেন, আমাদের মধ্যে বাস করেন ও পূর্ণ করেন।

আপনি হয়তো এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন ঃ যদি মেঘ ইস্রায়েল সন্তানদের পথনির্দেশ করেছিল এবং তারা বাধ্য হয়ে ঐ মেঘ অনুসরণ করেছিল, তাহলে ঐ মেঘ কেন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে, যর্দন নদী পার হয়ে সরাসরি তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশে পরিচালিত করে নি? ঈশ্বরের পথনির্দেশ অনুসরণ করা সত্ত্বেও তারা কেন প্রান্তরের মধ্যে বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়িয়ে ছিল?

এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য নিহিত আছে। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট মানুষকে পচ্ছন্দের স্বাধীনতা দিয়েছেন। ঈশ্বর মানুষকে নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন, এটাই হল তার সর্বপ্রধান চিত্র। তিনি আমাদের পচ্ছন্দের স্বাধীনতা নষ্ট করতে চান না। যদি আমরা একান্তভাবে বিশ্বাস করি আমাদের জন্য ঈশ্বরের সমস্ত আশীর্বাদ দাবি করি এবং আমাদের জীবনের জন্য তাঁর উত্তম ও শুদ্ধ ইচ্ছা গ্রহণ করি, তাহলেই তিনি আমাদের আত্মিক প্রতিজ্ঞাত দেশে আমাদের পরিচালনা করতে পারেন। তিনি আমাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করতে পারেন এবং আমাদের জীবনের জন্য তাঁর ইচ্ছার কেন্দ্রে ও অন্তরে আমাদের পরিচালনা করতে পারেন।

কিন্তু আমরা যদি বিশ্বাস না করি, তাহলে আমরা আমাদের "প্রতিজ্ঞাত দেশ" লাভ করব না। তিনি আমাদের পচ্ছন্দ করার ইচ্ছা দান করেছেন এবং এক অর্থে তিনি আমাদের কোন কিছু করার জন্য বলপ্রয়োগ করতে চান না। ঈশ্বর আমাদের উপর হস্তীর ন্যায় নির্ভর করেন। তিনি আমাদের অনেক উপহার প্রদান করতে পারেন, যা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। অনেক সময় যখন আমরা আমাদের ঐচ্ছিক বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করি, তখন একমাত্র সমর্থনযোগ্য যে কাজটি আমরা করতে পারি, সেটি হল "তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ ও তাঁর ইচ্ছামতো কার্য্যসাধন।

নূতন নিয়মে ইব্রীয় তিন ও চার অধ্যায়ে আমাদের বলা হয়েছে যে তাদের অবিশ্বাস হেতু তারা প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে পারে নি। আর মেঘ ও অগ্নি থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, এই অবিশ্বাসের কারণেই সেই লোকেরা প্রান্তর অতিক্রম করে সরাসরি প্রতিজ্ঞাত দেশে পরিচালিত হয় নি।

এটা কি?

গণনাপুস্তকের আর একটি নিহিত সত্য হল মাংস ও মান্নার কাহিনী। ঈশ্বর অতিপ্রাকৃতভাবে তাঁর লোকেদের আহারের জন্য মান্না দিয়েছিলেন। ইব্রীয় ভাষায় মান্না শব্দের

অর্থ "এটা কি?" তারা কখনও বুঝতে পারে নি, সেটা কি, তাই তারা তার নাম দিয়েছিল, "এটা কি?" ঈশ্বর চল্লিশ বৎসর তাদের আহারের জন্য "এটা কি?" দিয়েছিলেন?

আমাদের বলা হয়েছে, ঈশ্বরের লোকেরা অবিরত মোশির কাছে অভিযোগ করত। গণনা পুস্তকের ১১:৪-৬ পদে বলা হয়েছে ঃ "তখন যে মিস্রীয়গণ তাদের সঙ্গে এসেছিল, তারা মিশরের উত্তম দ্রব্য লাভের বাসনা করতে লাগল"..... ইব্রীয় লোকেরা ছাড়াও অন্য লোকেরা তাদের সঙ্গে যাত্রা করেছিল। তাদের সঙ্গে অন্য পরজাতি, যেমন ইথিওপীয় ও মিস্রীয় লোকেরাও এসেছিল। মিস্রীয়রা মিশরের উত্তম দ্রব্যের বাসনা করত। এরমধ্যে আমাদের জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এখানে বলা হয়েছে ঃ "এরফলে ইস্রায়েল সন্তানদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পেল এবং তারা ক্রন্দন করতে লাগল। তারা বলল ঃ "ওঃ, কয়েক টুকরো মাংস। ওঃ, মিশরে আমরা যা ভোগ করতাম, সেইরকম কিছু সুখাদ্য ও মাছ যদি পেতাম।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে, মিশর হল আমাদের এ জগতে পাপের পুরাতন জীবনের প্রতীক। যখন "মিশর" থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে বলে, 'ওঃ মিশরই ভাল ছিল', - এ কথা ঈশ্বরকে দুঃখিত করে। এই অনুচ্ছেদে ঈশ্বর মোশিকে বলছেন ঃ লোকেদের বল, তারা যেন নিজেদের শুচি করে, কেননা আগামী কাল তারা মাংস পাবে। তাদের বল, মিশরে তারা যাকিছু ফেলে এসেছে, সে সম্পর্কে তাদের অভিযোগের ক্রন্দন সদাপ্রভু শ্রবণ করছেন।" মাংস নয় কিন্তু সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর বল্লেন, তিনি তাদের প্রচুর পরিমাণে মাংস প্রদান করবেন। ঈশ্বর বলেছিলেন, "তোমরা সদাপ্রভুকে পরিত্যাগ করেছ এবং মিশরের জন্য ক্রন্দন করেছ।" এটাই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের এই মাংস প্রদানের পর, তিনি একটি মহামারীও প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এটা করেছিলেন কারণ ঐসব লোকেরা মাংস ও মিশরের প্রতি কামাসক্ত হয়েছিল।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে নানাবিধ ইচ্ছা দিয়েছেন। সেটা এক বড় সান্ত্বনা, আবার সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জও। আপনার অন্তরের বাসনা আত্মিক বিষয়ের জন্য অথবা আপনার অন্তরের বাসনা মিশরের জন্য?

ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের অনুরোধ পূরণ করেছিলেন কিন্তু তাদের প্রাণের ক্ষীণতা প্রেরণ করেছিলেন (গীতসংহিতা ১০৬:১৫)। যারা নিজেদের বিশ্বাসী বলে প্রচার করে, তাদের বহু লোকের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হতে পারে ও হয়েও থাকে। আমরা পচ্ছন্দশীল প্রাণী। আমরা যা পচ্ছন্দ করি, তা পেয়েও থাকি। যখন আমরা মিশরের রসুন ও পিঁয়াজ পচ্ছন্দ করি, তিনি আমাদের অনুরোধ পূরণ করেন কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের ক্ষীণতাও প্রেরণ

করবেন। এই আকর্ষণীয় রূপকটি সেই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ করে, যে প্রশ্ন দ্বারা ঈশ্বর এদন উদ্যানে আমাদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা শুরু করেছিলেন, "তুমি কোথায়?" তুমি কি এখনও মিশরে আছো? আপনি কি প্রতিজ্ঞাত দেশে আছেন? আপনি কি মিশর ও কনানের মধ্যে বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? আপনি কি কনানে আছেন কিন্তু মিশরের দ্রব্যের আকাঙ্খা করছেন?

সন্ধানী ব্যক্তি (১৩ অধ্যায়)

ঈশ্বর কিভাবে আমাদের অন্তরে বাসনা দেন, যদিও সেটা তাঁর বাসনা নয় - এইরূপ একটি ঘটনা, ইস্রায়েল জাতি কর্তৃক কনান দেশে বারোজন সন্ধানী ব্যক্তি প্রেরণের ঘটনায় প্রদর্শিত হয়েছে। কনানদেশের শহরগুলি সুরক্ষিত না অরক্ষিত, তা প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য সন্ধানী ব্যক্তিগণকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সেখানকার লোকেরা কেমন (বহু বা স্বল্প, দুর্বল বা শক্তিশালী) এবং তাদের জয় করা কতটা কঠিন হতে পারে, সেটাও তাদের অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছিল।

সেই বারোজন ব্যক্তি প্রত্যাবর্তনের পর, প্রতিজ্ঞাত দেশের ফলফুল সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিল। তারা সেখান থেকে একগুচ্ছ দ্রাক্ষাফল এনেছিল, সেটা এত বড় যে, তার মধ্যে দুজন সেটা একটা লাঠিতে বেঁধে বহন করে এনেছিল। তারা আরও বলে যে সেখানকার লোকেরা দৈত্যসম, যোদ্ধা ও বলশালী এবং কনান দেশের নগরগুলি শক্তভাবে সুরক্ষিত, বৃহৎ প্রাচীর বেষ্টিত। সেগুলি এত চড়া যে, লোকে প্রাচীরের উপর গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করে।

সেই বারোজনের মধ্যে দশজন "অসুর-বিদ্যায়" পারদর্শী ছিল। একটি প্রাচীন আত্মিক গাথায় বলা হয়েছে ঃ "অন্যরা অসুরদের দেখেছিল, কালের সদাপ্রভুকে দেখেছিল।" জনৈক ব্যক্তি বলছেন, এই বারোজন ব্যক্তি হলো, এখনকার মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গ, ডিকন, তত্ত্বাবধায়ক ও সদস্যদের ন্যায়। তাদের মধ্যে দুজন কনানদেশ আক্রমণে বিশ্বাসী ছিল, আর অন্যরা ছিল "অসুরবিদ্যাবিদ।"

কালেব, কনান দেশের সুরক্ষিত নগরগুলির শক্তি জানতেন কিন্তু তিনি ভীত হন নি। কালেব মোশির সামনে দাঁড়িয়ে লোকদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন ঃ "আইস, আমরা একেবারে উঠিয়া গিয়া দেশ অধিকার করি; কেননা উহা জয় করিতে সমর্থ" (গণনা ১৩:২৯-৩১)। ঈশ্বর এই দুই ব্যক্তির বিশ্বাসে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, কালেব ও যিহোশূয়ের জন্য, এক থেকে তিন লক্ষ ব্যক্তি সম্বলিত সমগ্র জাতিকে বিনষ্ট করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সকলেই এই প্রান্তরে মৃত্যুবরণ করবে এবং আমি, কালেব

ও যিহোশূয় এই দুইজনকে নিয়ে, একই প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করার কারণ তারা আমাকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেছে ও বিশ্বাস করেছে।" ঈশ্বর বিশ্বাসের উচ্চমূল্য প্রদান করেন। বিশ্বাসহীন লক্ষাধিক মানুষ অপেক্ষা বিশ্বাসযুক্ত দুজন মানুষ তাঁর কাছে অধিক মূল্যবান।

এই কাহিনীর মধ্যে একটা চিত্তাকর্ষক অনু-কাহিনীও আছে। যখন পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর, ইস্রায়েল সন্তানগণ শেষ পর্য্যন্ত যর্দন অতিক্রম করল (যিহোশূয় ১৪), তারা হিব্রোণ নামক এক শহরে উপস্থিত হল। কালেব মনে করলেন হিব্রোণ তাঁর দেখা শহরগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হিব্রোণ শহর জয় করার শক্তি, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে প্রদান করবেন। মোশি কালেবের বিশ্বাস দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হিব্রোণ জয় করা হলে পর, ঐ শহরটি কালেবের অধিকারে থাকবে।

মরুভূমির মধ্যে চল্লিশ বৎসর ঘুরে বেড়াবার পর, মোশির মৃত্যুর পরবর্তী নেতা যিহোশূয়র সম্মুখে দৃপ্তপদক্ষেপে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে মোশির প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিলেন। তখন কালেবের বয়স পঁচাশি বৎসর কিন্তু তিনি জানতেন যে ঈশ্বরের সাহায্যে তিনি হিব্রোণ জয় করতে সমর্থ হবেন।

যিহোশূয় কালেবকে হিব্রোণ শহরটি দিলেন এবং তিনি সেটা জয় করলেন। প্রান্তরে যখন ইস্রায়েলীয়রা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছে যে, ঈশ্বর তাদের দংশন করার জন্য সর্প প্রেরণ করবেন, কালেব তাদের বচসায় অংশ গ্রহণ করেন নি। তিনি প্রতিজ্ঞাত দেশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন এবং অন্য কোনদিকে দৃষ্টিপাত করেন নি।

বচসাকারীগণ ও সর্প দংশন (গণনা ২১)

ঈশ্বর, বচসা ও বিরক্তি-প্রকাশ ঘৃণা করেন। তিনি বচসা কত ঘৃণা করেন, তা প্রদর্শনের নিমিত্ত, বচসাকারী ইস্রায়েল সন্তানদের দংশন করার নিমিত্ত সর্প প্রেরণ করেছিলেন। তারপর যখন তাদের মধ্যে অনেক লোক সর্পদংশনে মারা যাচ্ছিল, ঈশ্বর মোশিকে একটি পিতলের সর্প নির্মাণ করে শিবিরের মধ্য স্থানে একটি দণ্ডের উপর স্থাপন করতে বল্লেন। তারপর এই শুভ সংবাদ সমগ্র শিবিরে ঘোষিত হল যে, যে কোন সর্পদৃষ্ট বচসাকারী শিবিরের মধ্যস্থলে গিয়ে, দণ্ডের উপরস্থ ঐ পিতলের সর্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সে সুস্থ হয়ে যাবে।

সর্পদ্রষ্ট বহু বচসাকারী ঈশ্বরকে সন্দেহ করে প্রশ্ন করেছিল, কিভাবে একখণ্ড পিতল, তাদের সর্প দংশন থেকে রক্ষা করতে পারে? সর্প তাদের দংশন করল ও তারা মারা গেল। অবশ্য অন্যরা সিদ্ধান্ত নিল যে, যদিও চিকিৎসার দিক থেকে এটা অর্থবহ নয়, তথাপি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসই তাদের একমাত্র ভরসা। তারা হামাগুড়ি দিয়ে, তাদের বহন

করে বা টেনে হিঁচড়ে শিবিরের মধ্যস্থানে নিয়ে যাওয়া হতো এবং তারা পিতলের সর্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করত। আর তারা আরোগ্য লাভ করত।

আমরা সুসমাচারেও এই রূপকের প্রয়োগ দেখতে পাই, যখন যীশু, নীকদীম নামক এক রব্বির (গুরু) সঙ্গে এক অপরাহ্নে বাক্যালাপ করেছিলেন। যখন যিরূশালেমের এই গুরু যীশুকে বললেন যে, তিনি তাঁর কথা শুনতে এসেছেন কারণ তিনি যীশুর সম্পাদিত কার্যে মুগ্ধ হয়েছেন, যীশু নীকদীমকে পুরাতন নিয়মের এই ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর যীশু ঐ অলৌকিক ঘটনাটি নিজের উপর প্রয়োগ করেন। তিনি নীকদীমকে বললেন, ঠিক যেভাবে সেই সর্পটিকে উচ্চে দণ্ডের উপর রাখা হয়েছিল, যীশুকেও ঠিক তেমনই ক্রুশের উপর উচ্চীকৃত করা হবে। আর যারা বিশ্বাসে ক্রুশের উপর তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন, তারা তাদের পাপের সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবে, ঠিক যেভাবে সর্পদ্রষ্ট বচসাকারীগণ, মারাত্মক সর্প দংশন থেকে রক্ষিত হয়েছিল (যোহন ৩:১৪-১৬)।

দৃষ্টিপাত করা ও জীবিত হওয়া

আপনার কি বিশ্বাসের সেই দৃষ্টি আছে? আপনি কি ক্রুশের উপর উচ্চীকৃত যীশু খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন? সেখানে যীশু আপনার জন্য যা কিছু করেছেন, আপনি কি সে সমস্তই বিশ্বাস করেছেন? তিনি আপনার পাপের সমস্যার একমাত্র সমাধান কারণ তিনি যখন আপনার জন্য ক্রুশে প্রাণ বিসর্জন করলেন, তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ছিলেন। এর অর্থ যীশু খ্রীষ্টই ঈশ্বরের একমাত্র পরিত্রাতা ..... এবং আপনার সমাধান লাভের একমাত্র ভরসা এবং আপনার অনন্ত মারাত্মক পাপের সমস্যায় একমাত্র পরিত্রাতা।

ছয় অধ্যায়

একটি শৈল ও একটি লাঠি (২০ অধ্যায়)

আমরা মোশির জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, দুঃখের সঙ্গে দেখতে পাই যে, তিনি কখনও সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করার অনুমতি লাভ করেন নি। সব শেষে ঈশ্বর মোশির জন্য সমগ্র জাতিকে দোষারোপ করেন নি। মোশির পাপ গণনা পুস্তকের অন্যতম অলৌকিক ঘটনা।

এই স্থানে বলা হয়েছে ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বললেন এবং তাঁকে তাঁর লাঠিটি নিতে বললেন ও একদল লোককে সমবেত করতে বললেন। ঈশ্বর তাঁকে শৈলর কাছে কথা বলতে বললেন এবং শৈল লোকদের ও পশুদের জন্য জল প্রদান করতে। যদিও মোশি সন্দেহ করছিলেন, তিনি লোকদের সমবেত করলেন। তিনি তাঁর লাঠি দ্বারা শৈলে দুবার আঘাত করলেন এবং জল বার হল। লোকেরা ও তাদের পশুপাল জল পান করল। তারপর ঈশ্বর, মোশি ও হারোণকে বললেন ঃ "তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণের সাক্ষাতে আমাকে পবিত্র বলিয়া মান্য করিতে আমার বাক্যে বিশ্বাস করিলে না, এইজন্য আমি তাহাদিগকে যে দেশ দিয়াছি, তোমরা সেই দেশে এই মণ্ডলীকে প্রবেশ করাইবে না" (গণনা ২০:১১-১৩)।

আমরা ঈশ্বরের এই চরম কঠিন শাস্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করার দরুন কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে চিন্তা করতে পারি। প্রথমতঃ কি ঠিক বা ভুল, ঈশ্বরকে তা বলার আমরা কে? একমাত্র ঈশ্বরই কোন্‌টা ভাল, আর কোন্‌টা মন্দ, তা স্থির করেন। মোশি তাঁর শাস্তির জন্য কখনও অনুযোগ করেন নি। দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে দেখা যায়, একদিন মোশি এ বিষয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং ঈশ্বর বলেছিলেন ঃ "এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আর কখনও কথা বলো না।" মোশি আর এ বিষয়টি কখনও উত্থাপন করেন নি।

দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর সাধারণ লোক অপেক্ষা নেতাদের জন্য উচ্চতর মানদণ্ড স্থির করেন। শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে দ্বৈত মানদণ্ড রাখা হয়েছে। যখন আপনি কোনো মণ্ডলীর সভ্যপদ গ্রহণ করেন, আপনাকে জীবনের এক নির্দিষ্ট মানদণ্ড বজায় রাখতে হবে। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে, মণ্ডলী, অন্যান্য সাধারণ সদস্য অপেক্ষা তাদের নেতাদের কাছ থেকে অনেক বেশী আশা করে। ঈশ্বর নেতৃত্বের প্রতি অতিশয় গুরুত্ব প্রদান করেন। মোশি ইস্রায়েল জাতির নেতা ছিলেন। অন্যদের পক্ষে যেটা একটা ক্ষুদ্র পাপ, নেতাদের পক্ষে সেটা হয়তো ক্ষুদ্র নয়, কারণ ঈশ্বর তাঁকে এক বিশিষ্ট পদ দিয়েছেন।

আপাতভাবে তাঁর পাপ অনেকটা এই ধরনের ঃ প্রথমতঃ ঈশ্বর তাঁকে শৈলের কাছে গিয়ে কথা বলতে বলেছিলেন। কিন্তু মোশি শৈলর সঙ্গে কথা না বলে, লাঠি দ্বারা দুবার শৈলে আঘাত করেছিলেন। এটাই তো অবাধ্যতা।

ঈশ্বর মোশিকে কঠিনতর এক পাপের জন্য দোষীকৃত করেছিলেন। ঈশ্বর মোশিকে শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি সদাসর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন এবং ঈশ্বর নিজেই তাঁর প্রজাবৃন্দকে উদ্ধার করবেন এবং এই বিশেষ অলৌকিক কার্য্যে মোশি হবেন তাঁর মানবিক যন্ত্র বিশেষ। মোশি শিখেছিলেন যে, যারা নিজেদের অতি নগণ্য বলে মনে করে, ঈশ্বর তাদের

বিশেষ একজন করে তুলতে পারেন, আর এই কারণেই ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে যাত্রা করার মত অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল। চল্লিশ বৎসর যাবৎ, মোশি মরুভূমির মধ্যে নানা আত্মিক নিগূঢ় তত্ত্ব জেনেছিলেন, যেমন, "আমি পরিত্রাতা নই, কিন্তু তিনিই পরিত্রাতা এবং তিনি আমার সঙ্গে আছেন। আমি কাউকে উদ্ধার করতে পারি না কিন্তু তিনি পারেন এবং তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।" সেই বিশেষ অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। কারণ যখন তা ঘটেছিল, মোশি বলতে পেরেছিলেন ঃ "আমি ঐসব লোককে উদ্ধার করিনি কিন্তু তিনি করেছেন কারণ তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।"

মোশি যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমরা কি শৈল থেকে আপনার জন্য জল আনয়ন করব?" তখন তিনি লোকদের দৃষ্টিতে, ঈশ্বরকে খ্যাতি বা গৌরব প্রদান করেন নি। তিনি লোকেদের কাছে পরিষ্কারভাবে বলেন নি যে, একমাত্র ঈশ্বরই সেই অলৌকিক কাজ সাধন করছেন। তিনি সেই অলৌকিক কার্যের খ্যাতি ও গৌরব নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। এটাই মোশির পাপের কঠিনতম অংশ।

ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে একমাত্র এইভাবে আমরা বিষয়টি দেখতে পারি যে, ঈশ্বরের একাধিক মানদণ্ড আছে, যা একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি সেইরূপ বহু মানদণ্ডের কথা আমাদের বলেন কিন্তু মনে রাখবেন একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের ধার্মিক হওয়ার শিক্ষা দেন, আমরা ঈশ্বরকে শিক্ষা দিই না। ঈশ্বরের মানদণ্ডে বিচার করলে, মোশির দণ্ডাদেশ ন্যায্য ও সঠিক হয়েছিল। মনে হয় মোশি ঈশ্বরের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। অলৌকিক যাত্রাপথের এইসব চিহ্নকার্যের মধ্য দিয়ে, মোশির লাঠিই সেই আত্মিক নিগূঢ় তত্ত্বের প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়, যা তিনি জ্বলন্ত ঝোপের কাছে শিখেছিলেন। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে, মোশি যখন তাঁর লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করেছিলেন, তাঁর সেই পাপ থেকে আমরা এক নিগূঢ় সত্য শিখতে পারি।

মোশির জ্বলে-পুড়ে যাওয়া (মোশি অবসন্নতায় ভুগছিলেন)

গণনাপুস্তকের এগারো অধ্যায়ে মোশির বিষয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। আজকের দিনে আমরা অনেকের এই "জ্বলে-পুড়ে যাওয়ার" অভিজ্ঞতার কথা শুনতে পাই, যার অর্থ তারা শারীরিক, ভাবগত ও মানসিক দিক দিয়ে সহ্যের শেষ সীমার পৌঁছেছেন। ঈশ্বরের মহান ব্যক্তিগণও ক্লান্ত হতেন এবং অনেক সময় অবসন্ন হয়ে

পড়তেন। উদাহরণস্বরূপ, গণনা পুস্তকের এই অধ্যায়, আমরা দেখি মোশি সদাপ্রভুকে বলছেন ঃ "আমি নিজে এই জাতিকে বহন করতে পারছি না। এ ভার অতি দুর্বহ। যদি আপনি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করেন, তাহলে দয়া করে আমাকে এখনই মেরে ফেলুন। এটাই হবে আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ। আমাদের এই অসম্ভব পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করুন" (গণনা ২৩:৯-১১)।

আপনি কি কখনও এরূপ অনুভব করেছেন? শাস্ত্রে আমি দেখেছি মোশি, এলিয়, ইয়োব, দায়ূদ, প্রেরিত যোহন ও ঈশ্বরের বহু মহান ব্যক্তি এইরূপে এত "জ্বলে-পুড়ে" গিয়েছিলেন যে, তাঁরা ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু কামনা করেছিলেন। ধার্মিক ব্যক্তিরাও অবসন্ন হয়ে যেতে পারেন। শাস্ত্রে আমাদের বলা হয়েছে, মোশি, এলিয়, যোনা, ইয়োব ও অন্যান্য অনেক ঈশ্বরের মহত্তর ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছিল। কিন্তু যখন ঈশ্বরের এইসব ব্যক্তিগণ খুবই অবসন্ন হয়ে তাঁর কাছে ভ্রান্ত বিষয় কামনা করেছিলেন - তিনি যেন তাদের জীবন গ্রহণ করেন - ঈশ্বর তাদের প্রতি সদয় হয়েছিলেন কারণ তিনি তাঁদের অন্তরের কথা জানতেন।

মোশি ইতিমধ্যেই জেনেছিলেন যে একমাত্র ঈশ্বরই তাঁর অতিপ্রাকৃত কাজের প্রচণ্ড বোঝা বহন করতে পারেন। তিনি তাঁর "জ্বলে-পুড়ে" যাওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সেই শিক্ষা হল ঈশ্বরের কাজ একটি দলবদ্ধ ক্রীড়া। তিনি অনুভব করেছিলেন, যদিও ঈশ্বর তাঁর মধ্য দিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু তিনি একাই ইস্রায়েলের বিচারের বোঝা বহন করতে পারেন না। যখন অবসন্ন মোশি এটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন, ঈশ্বর তখন ঐ বোঝা বহনে সাহায্য করার জন্য তাঁকে সত্তরজন মানুষকে দিলেন। ঈশ্বর ঐ সত্তরজনকে পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত করলেন এবং তাদের মোশির নেতৃত্বে শাসন করার ক্ষমতা দান করলেন। মোশিকে তাঁর নেতৃত্ব পদ থেকে সরিয়ে না দিয়ে, তিনি সেই কাজ অনেকগুলি শাসনকার্যে বিভক্ত করলেন এবং ঐ সত্তর জনকে এক একটি বিভাগের কার্য্যভার প্রদান করলেন। আজকের দিনে যাঁরা ব্যবসা পরিচালনার সর্বোচ্চ খেতাব অর্জন করেন, তাঁরা বলেন যে একজন সফল পরিচালক হওয়ার জন্য পাঁচটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় ঃ বিশ্লেষণ, সংগঠন, প্রতিনিধিত্ব, পরিদর্শন ও তারপর প্রাণপণ চেষ্টা।

মোশি যখন 'জ্বলে-পুড়ে' ঈশ্বরের কাছে আসলেন, ঈশ্বর তাঁকে বললেন যে তাঁর প্রাণের উপশম প্রয়োজন। তিনি মোশিকে ধার্ম্মিকতার পথ প্রদর্শন করালেন, যা তাঁকে প্রাণের বিশ্রাম দান করবে। ঐ পথগুলি হল, একমাত্র ঈশ্বর যা করতে পারেন, সেই অংশটি ঈশ্বরই করুন এবং এটা স্মরণ রাখতে হবে যে ঈশ্বরের লোকদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কার্য সাধন একটি দলবদ্ধ ক্রীড়া। এইভাবে তাঁর লোকেরা যখন অবসন্ন হয়ে যায়, ঈশ্বর তাদের পুনরুদ্ধার করেন।

আমরা এখন এক অস্থির পৃথিবীতে বাস করছি এবং আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সব কিছু পেতে চাই। কিন্তু ঈশ্বর সাধারণতঃ আমাদের সব কিছু তৎক্ষণাৎ দেন না। মোশির জীবনে যে পুনরুদ্ধার আমরা দেখেছি, তা অতি বাস্তব। পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক সমাধানের পরিবর্তে, ঈশ্বর তাঁকে দেখালেন, কিভাবে বোঝা বহনে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য অন্যদের সংগঠিত ও ভারপ্রাপ্ত করা যায়।

এটা অতি আশ্চর্যের বিষয় যে মোশির মত এত মহান এক ব্যক্তি "জ্বলে-পুড়ে" গিয়েছিলেন। মোশি অবসন্ন হয়ে গিয়েছিলেন কারণ তিনি আমার আপনার মতোই একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। অনেক লোক মনে করেন যে যখন আপনি যীশুর একজন নবজন্ম প্রাপ্ত শিষ্যে পরিণত হন, তখন আপনি আর মানবিক থাকেন না। কিন্তু আমরা যখন মোশির জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, আমরা উপলব্ধি করি যে সেটা সত্য নয়। বাইবেল এমন প্রকৃত মানুষের কাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ যাঁরা এই একই ধরনের অবসন্নতা ও চাপের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন যা তাঁদের দুর্বল মানবিকতার সীমাবদ্ধতা আবিষ্কার করতে বাধ্য করেছিল। তাঁরা আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ কারণ যখন তাঁদের মনুষ্যত্ব ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, তাঁরা মহৎ কার্য্য সম্পাদন করেছিলেন।

প্রয়োগ

আমরা মোশির কাহিনীটি বাইবেলের সেইসব চরিত্রের তালিকার সঙ্গে যুক্ত করতে পারি, যাদের জীবন এই অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করে যে ঈশ্বর অতি সাধারণ মানুষের মধ্য দিয়ে অসাধারণ কাজ সম্পাদন করে আনন্দ পান কারণ ঐ সব মানুষ সহজলভ্য। মোশি ঈশ্বরের যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তাহল এই যে, ঈশ্বরের ব্যবহৃত মানুষকে শিখতে হবে— সহজলভ্যতাই সবথেকে বড় সামর্থ্য। আমাদের সব থেকে বড় সামর্থ্য হল, ঈশ্বরের কাছে আমাদের সহজলভ্যতা। গণনাপুস্তকে আমরা মোশির মহত্ব, মোশির অবসন্নতা ও মোশির পাপ দেখতে পাই। ঈশ্বর মোশিকে ব্যবহার করেছিলেন কারণ তিনি সহজলভ্য ছিলেন। ঈশ্বর আপনাকে ও আমাকে ব্যবহার করতে চান কারণ আমরা সহজলভ্য। আপনি কি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সহজলভ্য করে তুলেছেন? ঈশ্বরের কাছে কি আপনি সহজলভ্য হতে চান? তাহলে ঈশ্বরের বিশেষ স্বেচ্ছাসেবক সংস্থায় যোগদান করুন এবং ঈশ্বরকে বলুন ঃ "যা কিছু, যে কোন স্থানে, ও যে কোন সময়ে। আমি কোন কিছুর জন্য চিন্তা করি না। যে স্থানেই যেতে হোক, আমি চিন্তা করি না। যে মূল্যই আমাকে দিতে হোক, আমি গ্রাহ্য করি না। আমি সহজলভ্য!"

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক

সাত অধ্যায়

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সন্তানেরা

ইংরেজী "Deuteronomy" (দ্বিতীয় বিবরণ) শব্দের অর্থ হল, "নিয়মাবলীর পুনরুত্থান।" কিন্তু দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকটি নিয়মাবলীর পুনরুল্লেখ ছাড়াও আরও কিছু বেশী অর্থ প্রকাশ করে। এই প্রত্যাদৃষ্ট নিয়ম পুস্তক দ্বারা ঈশ্বরের মনোনীত জাতির দ্বিতীয় প্রজন্মের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিয়মাবলী প্রয়োগ করা হয়েছিল।

তাছাড়া ইস্রায়েল জাতি যখন যর্দন নদী অতিক্রম করে কনান দেশ আক্রমণ করল, তখন তাদের কাছে প্রচারিত, মোশির মহান উপদেশ-গুলিও এই দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই পুস্তকের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদগুলি, দ্বিতীয় বিবরণের বিষয়বস্তু অনুধাবনে আমাদের সাহায্য করে। আমাদের বলা হয়েছে, "এই পুস্তকে, ইস্রায়েল লোকদের উদ্দেশে মোশির ভাষণ নথিভুক্ত করা হয়েছে, যখন তারা যর্দন নদীর পূর্বদিকে, মোয়াব প্রান্তরে, অরাব তলভূমিতে শিবির স্থাপন করেছিল। লোকেরা হেরোব পর্বত ত্যাগের চল্লিশ বৎসর পরে তাদেরকে এই ভাষণ দেওয়া হয়েছিল" (দ্বিতীয় বিবরণ ১:১,৩)।

আমরা গণনা পুস্তকে দেখেছি, ইস্রায়েল সন্তানগণ চল্লিশ বৎসর একটি প্রান্তরের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিল। তারা মিশরের গোসান থেকে যাত্রা শুরু করে, সীনয় পর্বতের নিকট গিয়েছিল এবং তারপর কাদেশ অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিল। যেহেতু তাদের কনানদেশ আক্রমণ করার বিশ্বাস ছিল না, তারা আটত্রিশ বৎসর যাবৎ বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। ঐ প্রান্তরে একটা গোটা প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্য্যন্ত, প্রান্তরে যারা মারা গিয়েছিল, তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানগণ কনান আক্রমণের বিশ্বাস অর্জন করেছিল। তারা যর্দন নদীর মধ্য দিয়ে যাত্রা করে কনানদেশ আক্রমণের পরিকল্পনা করার পূর্বে, যর্দন নদীর পূর্বদিকে শিবির স্থাপন করেছিল। প্রথমবার যাদের নিয়মাবলী প্রদত্ত হয়ছিল তাদের মধ্যে কালেব ও যিহোশূয় ছাড়া, আর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। কনান দেশ আক্রমণের পূর্বে, মোশি চেয়েছিলেন যে, তাদের জন্য তাঁকে ও তাদের পিতামাতাদের সীনয় পর্বতে যে বাক্য প্রদত্ত হয়েছিল, ইস্রায়েল সন্তানগণ তা অবশ্যই শ্রবণ করুক। তিনি আরও চেয়েছিলেন যে, তারা তাদের সন্তানদের ঈশ্বরের নিয়মাবলী শিক্ষা দেওয়ার জন্য পবিত্র অঙ্গীকার করুক?

অনেক সময় খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণও বৎসরের পর বৎসর ধরে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। যখন তারা আত্মিক "কনান" জয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং যেজন্য খ্রীষ্ট তাদের পরিত্রাণ সাধন করেছেন, খ্রীষ্টে সেই জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে, যখন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য যা কিছু আছে, তারা তা ঈশ্বরের কাছ থেকে গ্রহণ করবে, তারা তখন নিজেদের দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের জন্য প্রস্তুত করে। যে সব বিশ্বাসী খ্রীষ্টে তাদের নূতন জীবনের প্রতি আরও নিবিড় দৃষ্টিপাত করার ও সম্পূর্ণভাবে তাঁর বশীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এই পুস্তক তাদের জন্য নানা শিক্ষায় পরিপূর্ণ। যদি আপনি এই অবস্থায় থাকেন, তাহলে এই দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকটি আপনার জন্য।

এই দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই পুস্তক লিখিত ঈশ্বরের বাক্য, তাঁর লোকেদের জীবনে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল। মোশি তাঁর অন্যতম প্রধান উপদেশে, বিনাশপ্রাপ্ত প্রজন্মের সন্তানদের বিশেষভাবে বলেছিলেন যে, তারা যেন ঈশ্বরের বাক্য তাদের সন্তানদেরও শিক্ষাদান করে।

মোশির সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ

কোনো কোনো ব্যক্তি মনে করেন দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৯ পদ, মোশির প্রচারিত সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। শাস্ত্রের এই পরিচ্ছেদটিকে যিহূদী ধর্মের বিশ্বাসের মূল স্বীকারোক্তি বলে মনে করা হয়। এই উপদেশের মূলকথা হল ঃ "হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া, আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে। আর এই যে সকল কথা আমি অদ্য তোমাকে আজ্ঞা করি, তাহা তোমার হৃদয়ে থাকুক। আর তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সন্তানগণকে এ সকল যত্নপূর্বক শিক্ষা দিবে, এবং গৃহে বসিবার কিম্বা পথে চলিবার সময়ে এবং শয়ন কিম্বা গাত্রোত্থানকালে ঐ সমস্তের কথোপকথন করিবে। আর তোমার হস্তে চিহ্নস্বরূপে সে সকল বাঁধিয়া রাখিবে ও সে সকল ভূষণরূপে তোমার দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে থাকিবে। আর তোমার গৃহদ্বারের কপালে ও তোমার বর্হিদ্বারে তাহা লিখিয়া রাখিবে" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-১০)।

ঐ উপদেশে আরও কথা বলা হয়েছে কিন্তু এটাই তার মর্মকথা এবং দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের মর্মকথা। যখন ইস্রায়েল জাতি যর্দন অতিক্রম করে কনান আক্রমণ করেছিল, ঠিক তার আগে মোশি তাদের প্রকৃতপক্ষে বলতে চেয়েছিলেন যে, যারা তাঁকে সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর মনোনীত জাতি হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। তাঁর

প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁর বাক্য তাদের পালন করতে হবে। ঈশ্বর চান তাদের সন্তানেরাও একদিন এমন এক জাতি হবে, যারা তাদের সব কিছু দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসবে। সেইজন্য মোশি তাদের সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসার, তাঁর বাক্য শিক্ষা ও পালন করার এবং সেই মূল্যবোধ তাদের সন্তানদের প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পিতা-মাতার শিক্ষার চারটি স্তম্ভ

তাদের সন্তানেরা কিভাবে ঈশ্বরের মনোনীত জাতি হবে, সেই শিক্ষাই মোশি তাদের দিয়েছিলেন। এখানে বর্ণিত মোশির সেই শিক্ষা চারটি ভিত্তিমূলক স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম ক স্তম্ভ টি হল, প্রকাশিতবাক্য। যদি সন্তানেরা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাহলে তাদের শিক্ষার ভিত্তি হবে ঈশ্বরের বাক্য। পরবর্তীকালে শাস্ত্রে বলা হয়েছে ঃ "বালককে তাহার গন্তব্য পথানুরূপ শিক্ষা দাও, সে প্রাচীন হইলেও তাহা ছাড়িবে না" (হিতোপদেশ ২২:৬)।

দ্বিতীয় যে স্তম্ভের উপর এই শিক্ষা পদ্ধতি ভিত্তিশীল, সেটি হল, দায়িত্বশীলতা। সন্তানদের ললন পালনের দায়িত্ব কার? অনেকে মনে করেন সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব, রাষ্ট্রের। তারা সরকারী বিদ্যালয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং মনে করে যে, তাদের সন্তানদের যকিছু জানা প্রয়োজন, রাষ্ট্রই সেই শিক্ষাদান করবে। অন্যেরা বলে যে এই দায়িত্ব হল মণ্ডলীর। তারা প্রত্যেক সপ্তাহে তাদের সন্তানদের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে নিয়ে যান, এবং মনে করেন, মণ্ডলীই তাদের ঈশ্বরকে ও তাঁর বাক্যকে ভালবাসতে শেখাবে।

মোশি, সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব, সততার সঙ্গে পিতামাতার উপর অর্পণ করে থাকেন। তিনি বলেছেন যে পিতার হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্য বাস করবে এবং তারপর তিনি ঐ বাক্য তার সন্তানদের শিক্ষা দেবেন। মোশি উদ্দীপ্ত ও সুবিবেচনাপূর্বক, পিতাগণকে এই আদেশ করছেন যে, তারাই তাদের সন্তানদের শাস্ত্র শিক্ষা দেবে। শাস্ত্রে অবিরত এই বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

মোশি প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, তৃতীয় যে ভিত্তিমূলক স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটি হল, পারস্পরিক সম্পর্ক। মোশি তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, "প্রাতঃকালে তোমরা সেগুলি নিয়ে গাত্রোত্থান করবে, গৃহে সেগুলি নিয়ে বসে থাকবে, বাইরে সেগুলি সঙ্গে নিয়েই গমন করবে, রাত্রিতে সেগুলি নিয়ে শয়ন করবে, ঈশ্বরের বাক্য তাদের শিক্ষা দেবে" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৭)। অনেক পিতা মনে করে, এটা বাস্তব নয় কারণ তার সন্তানেরা যখন নিদ্রা থেকে উঠে বা রাত্রিতে নিদ্রা যায়, তারা তখন গৃহেই থাকে না।

আপনার ব্যক্তিগত সংস্কৃতির আলোকে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে, শাস্ত্রের আলোকে আপনার ব্যক্তিগত সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে, আপনার নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে আপনি বাইবেলের ব্যাখ্যা করবেন না। আপনার কার্যসূচী শাস্ত্রের আলোকেই ব্যাখ্যা করতে হবে। মোশি তাঁর এই মহান উপদেশে এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনার পারিবারিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য আপনাকে সন্তানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সুসম্পর্ক হল, শিক্ষা পদ্ধতির এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য মোশির পদ্ধতির চতুর্থ স্তম্ভ টিকে আমরা বলতে পারি বাস্তবতা। মোশির বক্তব্য লক্ষ্য করুন ঃ "এই বাক্যগুলি তোমার অন্তরে বাস করুক। তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসবে এবং তারপর যত্নসহকারে তোমার সন্তানদের সেই বাক্য শিখাবে।" এই গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করবেন না। আমরা যা বলি, তার থেকে আমাদের সন্তানেরা অনেক বেশী শিখতে পারে, আমাদের ব্যবহার ও আমাদের কাজ থেকে। এই সত্যগুলি আমাদের সন্তানদের উপযুক্তভাবে শিক্ষাদান করার পূর্বে, সেগুলি যেন আমাদের জীবনে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে।

যীশু বলেছেন, "আমাকে তোমার ধনসম্পদ দেখাও, এবং তুমি আমাকে তোমার মূল্যবোধ প্রদর্শন করবে। আমাকে তোমার মূল্যবোধ দেখাও, এবং তুমি আমাকে তোমার হৃদয় প্রদর্শন করবে" (মথি ৬:২০-২২)। সহজ ভাষায় এর অর্থ, কোথায় ও কিভাবে তোমার অর্থ ব্যয় করছ, আমাকে দেখাও, কোথায় তোমার সময় ও কর্মশক্তি ব্যবহার করছ, আমাকে দেখাও, এবং তাহলে তুমি তোমার হৃদয় কোথায়, সেটাই আমাকে প্রদর্শন করবে। আমাদের পারিবারিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা আমাদের সন্তানদের যে শিক্ষা দিই, তা শুনে তারা যে শিক্ষা পায়, তার থেকে অনেক বেশী শিক্ষা পায়, আমাদের জীবনধারা লক্ষ্য ক'রে। আমাদের সন্তানদের মূল্যবোধ সম্পর্কে ভাষণ না দিয়ে, আমাদের প্রকৃত মূল্যবোধ কি, সেটাই শেখাতে হবে।

সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য মোশি প্রদত্ত মহান উপদেশ যে চারটি ভিত্তিমূলক স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি হল ঃ ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশিত করা, পিতামাতা হিসাবে দায়িত্বশীল হওয়া, আমাদের সন্তানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা এবং আমাদের জীবনে মূলবোধকে বাস্তবরূপ দান করা।

আট অধ্যায়

অলৌকিক ঘটনার স্মৃতি

সমগ্র দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে ঈশ্বরের বাক্য পালন করার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন ঈশ্বরের নিয়মাবলী পালন করত, তিনি তাদের আশীর্বাদ করতেন। যখন তারা ঈশ্বরের নিয়ম পালন করতো না, তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদও লাভ করতে পারত না। মোশি এই কথা তাদের সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন এবং তারপর তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য পালন করার কথা প্রচার করেছিলেন। এই পুস্তকের অন্যতম মূল শব্দ হল, "পালন করা।"

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে মোশির প্রথম উপদেশের প্রধান উদ্দেশ্য হল, ঐসব ইব্রীয়দের এই কথা স্মরণ করতে সাহায্য করা যে, ঈশ্বর তাদের পিতামাতার জীবনে কিভাবে কাজ করেছিলেন এবং তাদের জন্য কি ধরনের অলৌকিক কার্য্য সাধন করেছিলেন। মোশি আশা করেছিলেন, প্রান্তরে ঈশ্বর তাদের পিতামাতার জীবনে যে অলৌকিক কাজ করেছিলেন, এই প্রজন্মের উপর তার এক গভীর ও স্থায়ী প্রভাব দেখা দেবে এবং তারা সেইসব অলৌকিক ঘটনার কথা তাদের সন্তানদের কাছে বলবে।

মোশি খুবই জোরের সঙ্গে তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন কখনও ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের নিয়মপত্র ভঙ্গ না করে। নিয়মপত্র হল ঈশ্বর ও তাঁর প্রজাদের মধ্যে এক চুক্তি পত্র। সেই চুক্তির নিয়মাবলী ব্যক্ত করা হয়েছে। যদি লোকেরা সেই চুক্তির শর্তগুলি পালন না করে, তাহলে ঐ চুক্তি অর্থহীন। তারা যদি বাধ্য না হয়, তাহলে তাদের আশীর্বাদ করার কোন দায়িত্বই ঈশ্বর গ্রহণ করবেন না।

পঞ্চম অধ্যায়ে দশ-আজ্ঞার পুনরুক্তি করা হয়েছে। যাত্রাপুস্তকে (২০ অধ্যায়) লিখিত আজ্ঞাগুলির সঙ্গে, দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে পুর্নলিখিত আজ্ঞাগুলির তুলনা করুন। যদি আপনি যত্নসহকারে, দশ আজ্ঞার এই দুটি নথিপত্র তুলনা করেন, তাহলে আপনি ঈশ্বরের এই নিয়মাবলী সম্পর্কে একটা নূতন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারবেন। দশ আজ্ঞার এই পুনরুক্তিতে, মোশি ইব্রীয়দের বলেছেন যে, তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য স্থান রাখতে হবে এবং তাঁর আজ্ঞাসকল পালন করতে হবে। যদি তারা তা করে, তাহলে তাদের ভবিষ্যতে এবং পরবর্তী প্রজন্মে তাদের সন্তানদের জন্য সব কিছু ঠিক থাকবে।

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে মোশি লোকেদের কাছে প্রচার করেছিলেন ঃ "তোমরা,

তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞা অবশ্যই পালন করবে, তাঁর নির্দেশসকল অনুসরণ করবে এবং সর্বতোভাবে তাঁর পথে গমন করবে। একমাত্র তখনই তোমরা দীর্ঘ ও সমৃদ্ধশালী জীবনযাপন করতে পারবে" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:৯-১১)।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে মোশির দীর্ঘ উপদেশ, যিহূদী ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিমূল ইব্রীয় ভাষায় এটিকে বলা হয় "শেমা" (Shema) যার অর্থ "শ্রবণ" কারণ এই উপদেশের শুরুতে বলা হয়েছে, "হে ইস্রায়েল, শুন।" এই উপদেশের উদ্দেশ্য হল, ঈশ্বরের মনোনীত জাতির দ্বিতীয় প্রজন্মকে এই কথা বলা যে, তারা যেন ঈশ্বরের বাক্য তাদের সন্তানদের অর্থাৎ ইস্রায়েল জাতির তৃতীয় প্রজন্মকে পৌঁছে দেয়। মোশি তাঁর এই সুন্দর ভাষণে, সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য পিতামাতাকে একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রদান করেছেন।

দ্বিতীয় বিবরণ অষ্টম অধ্যায়ে আমরা মোশির আর একটি বাক্‌পটু ও নিগূঢ় বক্তৃতা দেখতে পাই। এখানে ঈশ্বরের বাক্য পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য শিখতে পারি, সে বিষয়েও মোশি এখানে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। এই দীর্ঘ উপদেশে আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। আমরা কিভাবে জীবনযাপন করব, সেটা জানানোর জন্যই, ঈশ্বর আমাদের তাঁর বাক্য প্রদান করেছেন। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি জানেন কিভাবে আমরা পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারি। যীশু বলেছেন ঃ "আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়" (যোহন ১০:১০)। মোশি তাঁর এই বার্তায় আমাদের বলছেন যে, কিভাবে আমরা জীবনের উপচয় লাভ করতে পারি (দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১-১৪ পদ)।

মোশি প্রচার করেছিলেন যে ঈশ্বরের বাক্য সবটাই জীবন সম্পর্কিত। যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুধাবন করতে চাই, তাহলে অন্তত দুভাবে আমাদের সেই বাক্য অধ্যয়ন করতে হবে। আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে বা বাইবেল কলেজে যেতে পারেন। আপনি নিজেও বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে ও নীতিগতভাবেও ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করতে পারেন। কিন্তু মোশির মতানুসারে সেটাই ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের একমাত্র পথ নয়। যদি ঈশ্বরের বাক্য সবকিছু জীবন সম্পর্কিত হয়, তাহলে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের আর একটি উপায় হল, জীবনকে অধ্যয়ন করা। বাক্য আমাদের জীবনের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে এবং জীবন আমাদের বাক্যের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

যখন ঈশ্বর আমাদের জীবন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্ষুধার্ত ও যাতনাভোগ করার জন্য পরিচালিত করেন, আমরা তাঁর প্রতি মুখ ফিরাই এবং বুঝতে পারি যে, তিনিই জীবনের উৎস

এবং যে অভিপ্রায়ে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেই পরিকল্পনা অনুসারে জীবনযাপনের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর উৎস তিনিই। যখন আমরা প্রান্তরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকি, আমাদের জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর আমাদের জানিয়ে দেন, "মনুষ্য কেবলমাত্র রুটিতে বাঁচিবে না।" ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিটি বাক্য পালন করেই মানুষ বাঁচতে পারে। ইস্রায়েল সন্তানগণ কোন শিক্ষাকেন্দ্রে বা সমাজগৃহে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষালাভ করে নি। তারা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষালাভ করতো।

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের অষ্টম অধ্যায় থেকে আমরা আর একটি বিষয় শিক্ষালাভ করি, আর সেটি হল, ধনসম্পদের গহ্বর থেকে নিজেদের রক্ষা করা। আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন যে ধনসম্পদের আশীর্বাদ আপনাকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়? এই মনোনীত লোকেরা ঈশ্বরের কঠিন শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য শিখেছিল। যখন তাদের অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দেওয়া হল, তারা শিখল যে ঈশ্বরের বাক্যই জীবনের চাবিকাঠি। মোশি এখন তাদের সতর্ক ক'রে বলছেন যে, যখন ঈশ্বর তাদের প্রচুরভাবে আশীর্বাদ করছেন, তখন তাদের কঠিন সময়ে শেখা শিক্ষাগুলি তারা অবশ্যই তাদের জীবনে প্রয়োগ করবে ঃ "তোমাদের প্রলোভন ও পরীক্ষার সময়ে, তোমরা যে শিক্ষালাভ করেছ, তা কখনও ভুলে যেও না। সম্মৃদ্ধির কালে তোমরা বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে।" নূতন নিয়মের অপর এক অনুবাদ এই একই কথা এইভাবে বলা হয়েছে, "যে মনে করে, আমি দাঁড়াইয়া আছি, সে সাবধান হউক, পাছে পড়িয়া যায়" (১ করিন্থীয় ১০:১২)।

মোশি ঈশ্বরের বাক্যের উপর তাঁর মহান উপদেশে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপদেশ দান করেছেন। গুরুত্বদানের নিমিত্ত পুনরুক্তি করে, মোশি এইসব লোকদের চার চারবার বলছেন যে, তারা উত্তম - সেই কারণে ঈশ্বর তাদের মনোনীত করেন নি, বা তারা তাঁর অনুগ্রহ, লাভ বা অর্জনও করে নি ঃ "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে তোমার ধার্মিকতার জন্য অধিকারার্থে তোমাকে এই উত্তম দেশ দিবেন, তাহা নয়, কেননা তুমি দুষ্ট ও শক্তগ্রীব জাতি।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৯:৪-৬)।

এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহের এক সুন্দর চিত্র। আমাদের যা পাওয়া উচিত, তার থেকে ঈশ্বর আমাদের সরিয়ে আনেন। যদিও আমরা তার যোগ্য নই, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের উপর তাঁর করুণা ও আশীর্বাদ প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেন। আমরা উত্তম ব'লে, ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করেন না। ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করেন কারণ তিনি উত্তম এবং তিনি আমাদের ভালবাসেন। এটাই "অনুগ্রহ" শব্দটির অর্থ।

মোশি, দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের নবম অধ্যায়ে, তাঁর এই মহান উপদেশে, আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহের এক স্পষ্ট ও সৎ চিত্র প্রদান করেছেন। আপনারা দেখবেন বাইবেলের সর্বত্র অনুগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে কারণ আমাদের পরিত্রাণের উৎসমূলে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তাঁর এক শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য। আমরা আমাদের ইতিবাচক কাজের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ বা অর্জন করতে পারি না।

নয় অধ্যায়

মোশির মহান উপদেশের আরও কিছু অংশ

নবম অধ্যায়ে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্পর্কে মোশির দীর্ঘ উপদেশ বিবেচনা করার পর এখন আমরা এই দশম অধ্যায়ে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি আমাদের প্রত্যুত্তর বিষয়ে তাঁর উপদেশ আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

"এখন হে ইস্রায়েল, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার কাছে কি চাহেন? কেবল এই, যেন তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় কর, তাঁহার সকল পথে চল ও তাঁহাকে প্রেম কর এবং তোমার সমস্ত হৃদয়, ও তোমার সমস্ত প্রাণের সহিত, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা কর, অদ্য আমি তোমার মঙ্গলার্থে, সদাপ্রভুর যে যে আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিতেছি, সেই সকল যেন পালন কর। দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর। কেবল তোমার পিতৃপুরুষদিগকে প্রেম করিতে সদাপ্রভুর সন্তোষ ছিল, আর তিনি তাহাদের পরে তাহাদের বংশকে অর্থাৎ অদ্যকার মতো সর্বজাতির মধ্যে তোমাদিগকে মনোনীত করিলেন। অতএব তোমরা আপন আপন হৃদয়ের ত্বগগ্র ছেদন কর, এবং আর শক্তগ্রীব হইও না" (দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১২-১৬)।

এখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি আমাদের প্রত্যুত্তরের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমরা যখন ব্যর্থ, তখনও ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন। তাঁর ভালবাসা লাভের জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না কারণ আমরা আমাদের কৃতকার্য্যের দ্বারা তাঁর ভালবাসা জয় করতে অথবা হারিয়ে ফেলতে পারি না।

আমাদের কোন কাজই, আমাদের ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করতে পারে

না। তাঁর ভালবাসা শর্তসাপেক্ষ নয়। ঈশ্বরের নিঃশর্ত ভালবাসাই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ প্রজ্বলিত করে তোলে। এটাই "অনুগ্রহ" শব্দের অর্থ। অনুগ্রহ উভয়দিকেই তীক্ষ্ণ এক তরবারির তুল্য। এটি দুদিক দিয়েই কাটে ঃ প্রথমতঃ এটি বলে যে, ঈশ্বরের ভালবাসা ও তাঁর আশীর্বাদ, আমাদের কৃতকার্যের উৎকর্ষতার উপর ভিত্তিশীল নয়। যখন আপনি অনুগ্রহ, দয়া ও ভালবাসা শব্দগুলি অনুধাবন করে, ঈশ্বরের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বুঝতে পারবেন, তখন এটাও বুঝবেন যে, ঈশ্বরের ভালবাসা অর্জনের জন্য আপনাকে চিন্তিত হতে হবে না। তিনি সর্ব অবস্থাতেই আপনাকে ভালবাসেন কারণ সেটাই তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও ভালবাসার মর্মকথা।

আপনি আপনার নেতিবাচক কার্যদ্বারা ঈশ্বরের ভালবাসা, দয়া ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবেন না। আপনি উত্তম, সেইজন্যই ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন এমন নয় এবং আপনি মন্দ হলে, তিনি তাঁর ভালবাসা থেকে আপনাকে বঞ্চিত করবেন না। ঈশ্বর শুধুমাত্র আপনাকে ভালবাসেন। যীশু আপনাকে ভালবাসেন, যখন আপনি উত্তম এবং আপনার যা করা উচিত, সেই কাজই আপনি করেন। আবার যখন আপনি মন্দ তখনও যীশু আপনাকে ভালবাসেন, যদিও তিনি খুবই দুঃখ পান। কিন্তু যীশু আপনাকে ভালবাসেন। এটাই সমগ্র বাইবেলের মূল বক্তব্য এবং দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকেরও মূল বক্তব্য।

আপনি কিভাবে ঈশ্বরের ভালবাসা, দয়া ও অনুগ্রহের প্রত্যুত্তর দেবেন? এই একই প্রশ্ন আর এক ভাবেও আপনাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, "আপনি ঈশ্বরকে কতটা ভালবাসেন?" একজন ধার্মিক মহিলা, যিনি অন্য শতাব্দীতে বাস করতেন, তিনি বলেছিলেন, "আমি বরং নরকেও যাব, কিন্তু পবিত্র আত্মাকে আর কখনও দুঃখ দেব না।" আমাদের ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত কারণ তিনি সর্ব অবস্থায় আমাদের ভালবাসেন এবং আমরা কখনও এই ঈশ্বরকে আঘাত দেব না কারণ আমরা তাঁকে ভালবাসি। এটি আমাদের জীবনের সেই সকল বস্তু পরিষ্কার করতে অনুপ্রাণিত করবে, যেগুলি তাঁকে অসন্তুষ্ট করবে এবং তারপর আমরা তাঁর সেবা করব এবং ভালবাসা ও কৃতজ্ঞ আরাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর ভালবাসার প্রত্যুত্তর প্রদান করব।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং আমাদের পরিত্রাণের সম্পর্কে অনেক কিছু বলার পর, প্রেরিত পৌল আমাদের বলেছেন ঃ "আর তাঁহার সহিত কার্য্য করিতে করিতে আমরা নিবেদনও করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃথা গ্রহণ করিও না" (২ করিন্থীয় ৬:১)। ঠিক যেমন ঈশ্বরের নাম অনর্থক উচ্চারণ করা একটা পাপ, তেমনই ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনর্থক গ্রহণ করাও পাপ। যদি ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন এবং অনুগ্রহপূর্বক আমাদের প্রচুর আশীর্বাদ প্রদান করেন, আর আমরা সেই অনুগ্রহ দ্বারা কিছুই না করি, তাহলে আমরা প্রভুর নাম অনর্থক গ্রহণপূর্বক পাপ করে থাকি। দশম অধ্যায়ে মোশির দীর্ঘ উপদেশে তিনি আমাদের ঈশ্বরের নাম বৃথা গ্রহণ করার বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

এরপর ১৩ অধ্যায়ে তিনি স্বধর্মত্যাগ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। স্বধর্মত্যাগের অর্থ হল, "ঈশ্বরের সঙ্গে স্থাপিত আপনার অবস্থা থেকে সরে যাওয়া।" মোশি, ঈশ্বরের এই মনোনীত জাতিকে বলেছিলেন যে যদি তোমার কোন পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, এমনকি প্রিয় বন্ধু, তোমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করে, তোমরা তার প্রতি কোন দয়া দেখাবে না, কিন্তু তাঁকে মেরে ফেলবে। তিনি তাদের বলেছিলেন, যদি তারা কোন বিধর্মী শহরে উপস্থিত হয়, সেটি ধ্বংস করে দেবে। এটি যেন অতি কঠিন ব্যবস্থা — কিন্তু আমরা যদি স্বধর্ম ত্যাগের ফলাফল লক্ষ্য করি — বাবিলে নির্বাসন, অশূরিয়ার বন্দীত্ব - আমরা বুঝতে পারি কেন ঈশ্বর মোশিকে, স্বধর্ম ত্যাগের বিষয়ে অত কঠিন পদক্ষেপ নিতে বলেছিলেন।

মোশি দশমাংসের উপরেও এক উপদেশ প্রদান করেছিলেন (১৪:২২-২৮)। ইব্রীয় "tithe" শব্দের অর্থ হল "দশম"। আমাদের যা কিছু আছে, তার এক দশমাংশ ঈশ্বর তাঁকে দেওয়ার আদেশ করছেন। এই দশমাংশ প্রদান আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে প্রথম স্থান দিতে হবে। আমাদের আয়ের শতকরা দশভাগে ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর দশমাংশের বিধান দিয়েছেন, যেন দশমাংশ প্রদানের মধ্য দিয়ে, আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা পরিমাপ করতে পারি।

এই দশমাংশের মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর যে প্রধান সত্য আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, সেটি হল এই, ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর মনোনীত জাতি, তাদের প্রয়োজনীয় যা কিছু অর্জন বা গ্রহণ করত, দশমাংশ হল, সেই সবকিছুর দশভাগের প্রথম অংশ। ঈশ্বর জানেন আমাদের জীবনে তাঁর স্থান প্রথম কিনা কিন্তু আমরা অনেকসময় সেকথা ভুলে যাই। এইজন্য ঈশ্বর আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন আমাদের প্রথম প্রাধান্য প্রদর্শন করার জন্য, আমাদের সব কিছুর প্রথম দশমাংশ ঈশ্বরকে প্রদান করি।

ঈশ্বর চান প্রথম দশমাংশ। ইব্রীয়গণ যখন কনান দেশে প্রবেশ করেছিল, তারা যিরীহো শহরটি প্রথমে জয় করেছিল। সেই শহরে লুণ্ঠিত সমস্ত দ্রব্য তারা ঈশ্বরকে দিয়েছিল কারণ ঐ শহরটি তারা সর্ব প্রথম জয় করেছিল। দুটি শব্দ দ্বারা বাইবেলের সমস্ত পুস্তক, অধ্যায় ও পদের মর্মকথা প্রকাশ করা যায়। ঐ শব্দদুটি হলঃ **প্রথমে ঈশ্বর**। ঈশ্বরকে প্রথমে রাখা সহজ নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে প্রথমে রাখা কঠিনও নয়। আমরা সহজ বিষয়কে জটিল করে তুলি এবং ঈশ্বর জটিল বিষয়কে সহজ করে দেন। আমরা ঈশ্বরকে প্রথমে রাখার বিষয়টি জটিল করে তুলি কারণ আমরা ঈশ্বরকে প্রথম স্থান দিতে চাই না। দশমাংশ আমাদের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করে এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের স্থান কতটা প্রথম, তা পরিমাপ করতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের পঞ্চদশ অধ্যায়ে মোশি, দরিদ্রদের প্রতি দানশীলতা

সম্পর্কে এক দীর্ঘ উপদেশ দান করেছেন। পুরাতন নিয়মে এবং মোশির বিধানে, দানশীলতার উপর খুবই গুরুত্ব প্রদত্ত হয়েছে। মোশি ঈশ্বরের লোকেদের, তাঁকে প্রদত্ত দশমাংস নানাভাবে বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা তিনি লেবীয়দের দিতে বলেছেন, যা হল বেতনভোগী পুরোহিতের বাইবেলসম্মত ভিত্তি। ঐ দেশে আঘাতপ্রাপ্ত বিদেশীদেরও সাহায্যদানের কথা বলা হয়েছে। ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে যে সব বিধবা ও অনাথ শিশু ছিল, তাদেরকেও সাহায্য দানের কথা বলা হয়েছে।

যখন মোশি সেই মনোনীত জাতির সঙ্গে দানশীলতা বিষয়ে কথা বলছিলেন, তিনি তাদের, "উদ্ধত ও শক্ত-গ্রীব জাতি" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাদের অভাবগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে সব কিছু ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপারে বচসা করতে নিষেধ করেছেন (১৫:১-১১)। তিনি তাদের বলেছিলেন যে, দরিদ্র লোক সব সময়েই তাদের মধ্যে থাকবে এবং সেই জন্যই এই আদেশের প্রয়োজন ছিল।

মোশি ভাববাদীরূপেও একজন প্রচারক হওয়া অনুসারে ঈশ্বরের বাক্য পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের বাক্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তখন ইস্রায়েলের কোনো রাজা ছিল না এবং পরবর্তী ৫০০ বৎসরেও তারা কোনো রাজা পায় নি। আমরা যখন শমূয়েলের প্রথম পুস্তকটি আলোচনা করব, তখন দেখতে পাবো, ইস্রায়েল জাতি কিভাবে তাদের প্রথম রাজাকে নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের বলেছিলেন যে একদিন ঈশ্বর তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন এবং তাদের একজন রাজা দেবেন। তারপর তিনি তাঁর প্রত্যাদৃষ্ট ব্যবস্থা পুস্তকে, ভাববাণীমূলক এক আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করেছেন যে যখন তারা একজন রাজা পাবেন, সেই রাজা, লেবীয় পুরোহিতদের দ্বারা সংরক্ষিত ব্যবস্থা পুস্তক নকল করবেন এবং তাঁর জীবনের প্রতিদিন সেগুলি পাঠ করবেন, যেন তিনি সদাপ্রভুতে শ্রদ্ধা করতে এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করতে পারেন। ঈশ্বরের বাক্যের এই নিয়মিত পাঠ, তাঁকে এই অনুভূতি থেকে বিরত রাখবে যে, তিনি অন্য লোকদের থেকে মহত্তর। এটা তাঁকে ঈশ্বরের ব্যবস্থা থেকে বিমুখ হতেও বাধা দেবে এবং তিনি দীর্ঘকাল উত্তমরূপে রাজত্ব করবেন।

দায়ূদ তাঁর প্রথম গীতে বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবারাত্র ঈশ্বরের ব্যবস্থা ধ্যান করে, সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তারপর তিনি এই ব্যক্তির প্রাপ্ত সমস্ত অশীর্বাদের উল্লেখ করেছেন, কারণ সে ঈশ্বরের বাক্যে আনন্দ পায় ও ঈশ্বরের বাক্যের পরামর্শ মত জীবনযাপন করে। যেহেতু মোশি ইস্রায়েল জাতির দ্বিতীয় রাজা ছিলেন, তাঁকে মোশির এই ভাববাণীমূলক আজ্ঞাসকল পালন করতে হয়েছিল। আশীর্বাদ প্রাপ্ত ব্যক্তির যে সকল আশীর্বাদের কথা দায়ূদ তাঁর প্রথমগীতে উল্লেখ করেছেন, সেগুলি যেন দায়ূদেরই জীবনের আত্মিক জীবনীমূলক আশীর্বাদ। এই আদেশ নির্দেশ করার জন্য মোশি যে কারণগুলি দেখিয়েছেন, সেগুলি অবশ্যই দায়ূদের জীবনে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিবরণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে, মোশি জাদুবিদ্যার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বক্তব্য রেখেছেন। মোশি অতি দৃঢ়ভাষায়, স্পষ্টভাবে বলছেন যে ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তা বা মধ্যস্থ ব্যক্তি পচ্ছন্দ করেন না। উপদেশে এইরূপ বলা হয়েছে ঃ

"ইস্রায়েলের মধ্যে যেন এমন কোন লোক পাওয়া না যায়, যে মন্ত্র ব্যবহার করে, বা গণক বা মোহক, বা মায়াবী, বা ঐন্দ্রজালিক, বা ভূতড়িয়া, বা গুণী বা প্রেতসাধক। কেননা সদাপ্রভু এই সকল কার্য্যকারীকে ঘৃণা করেন; আর সেই ঘৃণার্হ কার্য্যে প্রযুক্ত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবেন। কেননা তুমি যে জাতিগণকে অধিকারচ্যুত করিবে, তাহারা গণক ও মন্ত্র ব্যবহারীদের কথায় কর্ণপাত করে, কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকেই তাহা করিতে দেন না" (১৮:৯-১৪)।

কোন একজন বলেছিলেন, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে, মানুষের স্বপ্নেরও অতীত বহু বিষয় আছে। লক্ষ্য করুন শাস্ত্রেও এইসব আত্মার বস্তুকে অস্বীকার করা হয় নি। শাস্ত্রে আমাদের সেইসব বিষয় থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। আত্মিক জগতে এমন অনেক আত্মা আছে যেগুলি পবিত্র বা ঈশ্বরের নয়। যখন আপনি ভবিষ্যত গণনা বা যাদুবিদ্যা বা এই ধরনের অন্যান্য বিষয়ে লিপ্ত হন, আপনি এমন আত্মা নিয়ে চিন্তা করেন, যা ঈশ্বরের আত্মা নয়। সেইজন্য ঈশ্বর, মোশির মধ্য দিয়ে, যে আত্মা ঈশ্বরের নয়, অপরাধ-জগতের, সেইসব আত্মার প্রতি লিপ্ত হতে, দৃঢ়ভাবে নিষেধ করেছেন। মোশির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ব্যক্ত যুক্তি হল, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা, আমাদের স্বর্গীয় আত্মিক রাজ্যে পরিচালিত করেন। অতএব আমাদের পক্ষে এটা পাপ, যদি আমরা যে কোনভাবে এই নেতিবাচক আত্মিক জগতের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, তার নির্দেশ ও শক্তি লাভ করতে চাই।

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে, মোশি, ভাববাদী মশীহ সম্পর্কেও দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন। মোশি বলেছিলেন, "একদিন এ পৃথিবীতে একজন ভাববাদীর আগমন হবে। তোমরা যখন সীনয় পর্বতের কাছে ছিলে এবং ঈশ্বর তোমাদের তাঁর নিয়মাবলী দিয়েছিলেন, তোমরা তখন আমার মাধ্যমে তাঁকে বলেছিলে, 'ওঃ আমরা চাই না ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলুন। আমরা ঈশ্বরের রব সহ্য করতে পারি না'" (১৮:১৫-১৭)। মোশি ইস্রায়েল জাতিকে বলেছিলেন যে ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনেছেন, এবং তিনি পৃথিবীতে একজন ভাববাদীকে প্রেরণ করবেন, যিনি তাদের পক্ষে কথা বলবেন।

ঈশ্বর তাদের অলৌকিক লিখিত বাক্য প্রদান করেছিলেন, কিন্তু তিনি সেই লিখিত বাক্য ছাড়াও তাদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। তাদের জন্য তাঁর ভালবাসা ও করুণার গুণে তিনি এক অতি বিশেষ ভাববাদির মাধ্যমে তাদের সঙ্গে কথা বলতে মনস্থ করেছিলেন। সেই ভাববাদীই তাদের মশীহ হবেন, তাদের ভাববাদী, পুরোহিত ও রাজা হবেন।

ঊনিশ অধ্যায়ে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে কিছু দীর্ঘ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কোন মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কি দুঃখের কথা এবং এই অনুচ্ছেদে দোষী ব্যক্তির উপরেও আলোকপাত করা হয়নি। মোশি মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে তাঁর উদ্দীপ্ত মন্তব্যে দোষী ব্যক্তি দ্বারা প্রতারিত ব্যক্তিদের কথাই বলেছেন। শাস্ত্রের এই অংশে বলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড ইস্রায়েলের মধ্য থেকে সমস্ত আবিলতা পরিষ্কার করবে।

কুড়ি অধ্যায়ে বিশ্বাসের উপর তাঁর এক দীর্ঘ উপদেশ দেখতে পাওয়া যায়। মিদিয়নীয়গণ ইস্রায়েল জয় করেছিল এবং এই পরিচ্ছেদে গিদিয়োন তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করেছিলেন (বিচারকর্তৃগণ ৭:১-৭)।

"যখন তোমরা, তোমাদের থেকেও বৃহত্তর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে, মনে রেখো, তোমাদের একমাত্র আশা, এই যে ঈশ্বর তোমাদের সহবর্তী। তোমাদের থেকে বৃহত্তর সৈন্যবাহিনীকে তোমরা যখন আক্রমণ করবে, তখন তোমাদের একমাত্র প্রয়োজন বিশ্বাস", (দ্বিতীয় বিবরণ ২০:৬-৮)।

আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের নানা অংশে "অনুগ্রহ" শব্দের ধারণাটি প্রদর্শিত হয়েছে। আমরা "উদ্ধারলাভের" ধারণাও দেখতে পাই। দ্বিতীয় বিবরণ ২৫ অধ্যায়ে, বিচারকর্তৃগণের বা বংশগত উদ্ধারকর্তার যে নিয়মাবলী প্রদত্ত হয়েছে, তা আমাদের পরিত্রাতা, যীশু খ্রীষ্টের এক সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করে। প্রথমে যখন 'পরিত্রাতা' বা 'পরিত্রাণ' শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি নিয়ম সংক্রান্ত। কিন্তু যদি আপনি পরিত্রাণের আইনগত অর্থ বুঝতে পরেন, তাহলে পুরাতন ও নূতন নিয়মে, ক্রুশের উপর যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু সম্পর্কে পরিত্রাণের ধারণাটিও আপনি অনুধাবন করতে পরবেন। ২৫ অধ্যায়ের এই অনুচ্ছেদে, যেখানে আমাদের বংশগত উদ্ধারকর্তার বিধান প্রদত্ত হয়েছে, এটাই আমাদের রূতের পুস্তকের প্রকৃত অর্থ ও প্রয়োগের কারণ প্রদর্শন করে।

দ্বিতীয় বিবরণ, লেবীয় ও যিহোশূয় পুস্তকগুলির শেষে, আপনি ঈশ্বরের বাক্য পালন করার এক মহান আজ্ঞা দেখতে পাবেন। এটাই দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের প্রধান বক্তব্য। দ্বিতীয় বিবরণের শেষ অধ্যায়ে, এ জগতে এ পর্য্যন্ত শোনা মহত্তম প্রচারের অন্যতম প্রচারবার্তা বলা হয়েছে, যেখানে মোশি অঙ্গীকার করে বলছেন যে যদি ইব্রীয় জনগণ, ঈশ্বরের বাক্য মান্য করে, তাহা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে, আর তা না করলে, ঈশ্বরের বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। মোশি তাঁর এই শক্তিশালী ভাষণ এইভাবে সমাপ্ত করেছেন ঃ "আমি তোমার সম্মুখে জীবন ও মৃত্যু রাখিলাম। অতএব জীবন মনোনীত কর, যেন তুমি সবংশে বাঁচিতে পার" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১৯)।

যিহোশূয়ের পুস্তক

দশ অধ্যায়

তোমার সম্পদ অধিকার কর

যিহোশূয়ের পুস্তকটি কোন কোন দিক থেকে গণনা পুস্তকের বিপরীত। গণনা পুস্তক হল অবিশ্বাসের এক কাহিনী, যেখানে ইব্রীয় জাতি তাদের বিশ্বাসের অভাবহেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। যিহোশূয়ের পুস্তক হল বিশ্বাস সম্পর্কিত, সেটি এমন এক বিশ্বাস, যার দ্বারা, ঈশ্বর তাঁর মনোনীত জাতির জন্য যাকিছু বাসনা করেছিলেন, তারা সেই সবকিছু জয় ও অধিকার করতে পেরেছিল।

যখন আমরা যাত্রাপুস্তক আলোচনা করেছিলাম, আমরা দেখেছিলাম, 'Exodus' শব্দের অর্থ, মিশরের নিষ্ঠুর দাসত্ব বন্ধন থেকে "বার হয়ে যাওয়া"। এই প্রথম ইতিহাসধর্মী পুস্তকটিকে বলা যায় "Eisodus" কারণ এই পুস্তকে প্রতিজ্ঞাত কনান দেশে "প্রবেশ করার' বিষয় বলা হয়েছে। (Ex-বার হওয়া, Eis = প্রবেশ করা)। যিহোশূয় পুস্তকের মূলকথা হল, ঐ দেশে যাও এবং "তোমার সম্পদ অধিকার কর।"

যিহোশূয় নামটি যীশু নামের সমার্থক। গ্রীক ভাষায় যীশু হলেন পথ এবং ইব্রীয় ভাষায় যিহোশূয় নামের অর্থ পথ। অর্থাৎ এই নামের অর্থ "যিহোবা রক্ষক" বা "পরিত্রাতা"। নাম অনুসারে এই মহান নেতা, খ্রীষ্টের এক চিত্র কারণ তিনি তাঁর স্বজাতিকে আত্মিক আশীর্বাদযুক্ত প্রতিজ্ঞাত দেশে পরিচালনা করেছিলেন।

আমাদের আধ্যাত্মিক মিশর থেকে পরিত্রাণ লাভের মূল শব্দটি হল "বিশ্বাস"। ঈশ্বরের আত্মিক আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করার মূল শব্দ হল "বাধ্যতা"। যখন আমরা বাধ্যতার কথা বলি, আমরা বিশ্বাসের কথাই বলে থাকি। বিশ্বাস শব্দের মধ্যে একটা দায়বদ্ধতা থাকে, আর সেই দায়বদ্ধতা হল বাধ্য হওয়া।

ইস্রায়েল জাতির যাত্রাকালে যিহোশূয়র বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর। মনে রাখবেন, প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবার সময়, কনানদেশে গুপ্তচর হিসাবে যাদের পাঠানো হয়েছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র যিহোশূয় ও কালেব, এই দুইজন উত্তরসূরী শুভ বার্তা আনয়ন করেছিলেন। তাদের বিশ্বাস দেখে, ঈশ্বর তাদের মহান পুরষ্কারের যোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। যিহোশূয়র বয়স তখন আশি বৎসর, যখন তিনি তাঁর স্বজাতিকে কনান দেশে পরিচালিত করার ও ঐ দেশ রক্ষাকারী সাতটি শক্তিশালী জাতিকে জয় করার নির্দেশ পেয়েছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে এই নির্দেশ পান নি কিন্তু ঈশ্বরের সেই ব্যক্তি, যিনি ঈশ্বরকে চিনতেন এবং যিহোশূয়কেও চিনতেন, সেই মোশির কাছ থেকে ঐ নির্দেশ লাভ করেছিলেন।

মোশি ও যিহোশূয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, পৌল/তীমথির ঈশ্বরের কাজের জন্য ও মানুষের জন্য নেতা প্রস্তুতের অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হয় (২ তীমথিয় ২:২)। মৃত্যুকালে যিহোশূয়ের বয়স ছিল, একশত দশ বৎসর। তিনি একজন শক্তিশালী, বাধ্য ও অতি বিশ্বাসী ছিলেন।

আমরা লক্ষ্য করি, ঈশ্বর এ পর্য্যন্ত একজন ভাববাদীর/পুরোহিতের মধ্য দিয়ে কাজ করেছেন, কিন্তু যিহোশূয়ের নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়। মোশি যেরূপ জ্বলন্ত ঝোপের কাছে, প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের নির্দেশ লাভ করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে সীনয় পর্বতে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে ঈশ্বরের বাক্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু এখন আমরা দেখছি যিহোশূয়কে লিখিত বাক্য ধ্যান করতে বলা হয়েছিল, যে বাক্য মোশি ইতিমধ্যে ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন। ইস্রায়েলের রাজাদের ন্যায় - যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন, যিহোশূয়কে, দিবারাত্র ঈশ্বরের বাক্য চিন্তা করার আদেশ করা হয়েছিল এবং তিনি যেন ঈশ্বরের আজ্ঞাসকল অবশ্যই পালন করেন।

ঠিক যখন ইব্রীয়গণ যর্দন নদী অতিক্রম করে কনান দেশ আক্রমণ করল, তাদের এই কথা বলা হয়েছিল ঃ "যে সকল স্থানে তোমরা পদার্পণ করিবে, আমি মোশিকে যেমন বলিয়াছিলাম, তদনুসারে সেই সকল স্থান তোমাদিগকে দিয়াছি" (যিহোশূয় ১:৩)। সমগ্র দেশটিই তাদের দেওয়া হয়েছিল কিন্তু মালিকানার ক্ষেত্রে সবটাই তাদের থাকলেও, সবটা তাদের অধিকারে ছিল না। অধিকারের নিয়মটি হল, কনান দেশের প্রতি বর্গ মিটার স্থানে, যেখানে তুমি পদার্পণ করেছ, সেই স্থানটুকুই আমি তোমাকে দিয়েছি, তার বেশীও না, কমও না।

আমাদের আত্মিক আশীর্বাদের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। আজকের দিনে আমরা নানা প্রকার আত্মিক আশীর্বাদ লাভ করতে পারি ঃ প্রার্থনা, শাস্ত্র, সহভাগিতা, আরাধনা — ঈশ্বর এই সবগুলি প্রত্যেক বিশ্বাসীকে প্রদান করেন। কিন্তু কোন কোন বিশ্বাসী ঐসব আত্মিক আশীর্বাদের অধিকারী হলেও অনেক বিশ্বাসীর অধিকারে তা থাকে না। মূল বিষয়টি অতি বাস্তব। আপনাকে ঐ সকল বিষয়ে পদার্পণ করতে হবে। আপনি যখন প্রার্থনা করেন, আপনি প্রার্থনার অধিকারী হন, এবং আপনি যখন শাস্ত্র পাঠ, অনুধাবন ও প্রয়োগ করেন, আপনি শাস্ত্রের অধিকারী হন। আপনি আপনার আত্মিক সম্পদ লাভের জন্য প্রতি বার একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

বহু পণ্ডিতব্যক্তি বলেন যে, পুরাতন নিয়মের যিহোশূয়র পুস্তকটি নূতন নিয়মের ইফিষীয়দের প্রতি পত্রের ন্যায়। ইফিষীয়দের প্রতি পত্রে বলা হয়েছে, খ্রীষ্টে আমরা কি ধরনের আত্মিক আশীর্বাদ লাভ করতে পারি এবং খ্রীষ্টে প্রবেশ করে, সেই সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদ অধিকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব।

যিহোশূয়র পুস্তকের মূলপদ হল, যিহোশূয় ১:৩ পদ। ইফিষীয় পুস্তকের মূল পদটি হল ১:৩ পদ, — এই পদের সঙ্গে যিহোশূয়র মূল পদের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে ঃ "ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্বাদ করিয়াছেন।" ঈশ্বর আমাদের সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদ প্রদান করতে ইচ্ছুক আছেন কিন্তু আমাদের সেই স্থানে আসতে হবে, যেখানে আমরা সেগুলি অধিকার করতে পারি।

যিহোশূয়র পুস্তকে ঐ আশীর্বাদগুলি প্রতিজ্ঞাত দেশে আছে। ইফিষীয় পুস্তকে সেগুলি খ্রীষ্টে বর্তমান আছে। যদি আমরা ঐ সকল আত্মিক আশীর্বাদের অধিকারী হতে চাই, তাহলে আমাদের খ্রীষ্টে বসবাস করে সেগুলি লাভ করতে হবে। আমাদের অবশ্যই স্বর্গীয় স্থানে আসতে হবে কারণ সেখানেই সেই আশীর্বাদ আছে। যিহোশূয়র পুস্তক আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের আশীর্বাদের সেই "প্রতিজ্ঞাত দেশে" প্রবেশ করতে পারি। পৌল এই একই কথা বলছেন, যখন তিনি ইফিষীয়দের প্রতি তাঁর উদ্দীপ্ত পত্রখানি লিখছেন।

নূতন নিয়মের লেখকেরাও আত্মিক "প্রতিজ্ঞাত দেশের" বিষয়ে লিখেছেন। কোথায় এবং কিভাবে আমরা আত্মিক সম্পদ অধিকার করতে পারি, সে সম্পর্কে পিতরের অভিমত শুনুন ঃ "যিনি নিজ গৌরবে ও সদ্‌গুণে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছে" (২ পিতর ১:৩)।

পিতর শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি পড়তে বা লিখতেও পারতেন না (২ পিতর ৫:১২, প্রেরিত ৪:১৩)। তিনি ঈশ্বরকে জানার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পিতর পণ্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন না কিন্তু তিনি আত্মিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন; তিনি ঈশ্বরকে জানতেন। এবং তিনি আমাদের বলছেন, ঈশ্বর যিনি আমাদেরকে প্রদত্ত তাঁর সকল আত্মিক আশীর্বাদের উৎস, সেই আশীর্বাদের সঙ্গে ঈশ্বরের এক সম্পর্ক বর্তমান (২ পিতর ১:৩)। কিন্তু আমাদের আত্মিক সম্পদ অধিকার করার জন্য, আমাদের অবশ্যই তা ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানের দ্বারা দাবি করতে হবে।

নূতন নিয়মের মণ্ডলীর দুইজন মহান নেতা, পরস্পরের সঙ্গে ও যিহোশূয়র সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন যে, আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদ অধিকারের স্বত্ত্ব আমাদের আছে। কিন্তু আমাদের অবশ্যই সেই আত্মিক আশীর্বাদগুলি, প্রতিবার এক একটি পদক্ষেপে, ঈশ্বরের সঙ্গে ও খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে অধিকার করতে হবে।

যিহোশূয় বলছেন, আমাদের এ সব আছে, পিতর বলছেন, আমাদের এ সব আছে, পৌল বলছেন আমাদের এ সব আছে। তাহলে কেন আমরা এগুলি প্রকৃতই অধিকার করছি

না? ঈশ্বরের এই মহান ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে একমত যে, আমরা বুঝতে পারি না, ঈশ্বর আমাদের যাকিছু দিয়েছেন এবং ঈশ্বর প্রদত্ত সেই আত্মিক আশীর্বাদ অধিকার করার জন্য আমাদের সামর্থ্য, এ দুই-এর মধ্যবর্তী ফাঁকটি কেবলমাত্র বিশ্বাসের সেতু দ্বারাই বন্ধ করা যায়। এই কারণেই ঈশ্বর আমাদের যিহোশূয়র পুস্তকটি দান করেছেন।

যিহোশূয়র পুস্তকে আমরা বিশ্বাসের ষোলোটি উদাহরণ দেখতে পাই। আদি পুস্তকে ঈশ্বর যখন আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে বলতে চেয়েছিলেন, তিনি বারোটি অধ্যায়ে আমাদের অব্রাহামের কথা বলেছিলেন।

ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাস অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি যিহোশূয়র সমগ্র পুস্তকটির মধ্য দিয়ে আমাদের দেখাতে চেয়েছেন, কিভাবে আমরা বিশ্বাসে জীবনযাপন করব এবং তাঁর প্রদত্ত আত্মিক আশীর্বাদগুলি বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করব।

যিহোশূয়র পুস্তকটি কনান দেশ সম্পর্কে লিখিত, কিভাবে এই কনান দেশে প্রবেশ করতে হবে, প্রতিবার এক একটি শহর জয় করতে হবে, প্রতিবার এক একটি জাতিকে পরাজিত করতে হবে। কিন্তু যিহোশূয়র আত্মিক ও আরাধনামূলক প্রকৃত বক্তব্য একটি বাস্তবিক ভৌগোলিক বিষয়ে নয়, সেই বার্তা হল বিশ্বাস দ্বারা আমাদের আত্মিক সম্পদ অধিকার করতে হবে।

কনান দেশ, এই বিশেষ জাতির পরিত্রাণের চিত্র প্রদর্শন করে। যেহেতু "পরিত্রাণের" অর্থ উদ্ধারলাভ, মিশর দেশ থেকে তাদের উদ্ধার লাভ পরিত্রাণের এক রূপক। আমরা যখন বিশ্বাস করি যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র এবং আমাদের একমাত্র পরিত্রাতা, তখন আমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হই। আমরা যখন তাঁকে বিশ্বাস করি, তিনি আমাদের পাপ থেকে বা "আত্মিক মিশর" থেকে আমাদের উদ্ধার করেন। কনান দেশ আক্রমণ ও জয়, সেই ধরনের জীবনের চিত্র প্রদর্শন করে, যা ঈশ্বর তাঁর সেইসব লোকেদের জন্য পরিকল্পনা করেছেন, যারা তাদের জীবনের মিশর-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

প্রেরিত পৌল বলছেন, ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, নিজ অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের রক্ষা করেন। পৌলের মতানুসারে, আমাদের পরিত্রাণ, আমাদের কোন স্ব-উপার্জিত বস্তু নয়। এটি ঈশ্বরের দান, আমাদের কোন উত্তম কাজের ফল নয়। অবশ্য পৌল আরও লিখেছেন, আমরা উত্তম কাজের দ্বারাই রক্ষা পাই, যা ঈশ্বর কর্তৃক আমাদের জন্য পূর্ব-নির্ধারিত। সেই উত্তম কাজগুলি আমাদের এই জীবনে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্য এবং সেই আত্মিক "প্রতিজ্ঞাত দেশের" অংশ - যেটি আমাদের প্রেমময় ঈশ্বরের বাসনানুসারে আমরা অধিকার করতে পারি - প্রতিবার এক বর্গফুট মাত্র।

পরিত্রাণ স্বর্গে যাওয়ার একমুখী প্রবেশ-পত্র ছাড়াও আরও কিছু বেশী। আমাদের পরিত্রাণের একটা বর্তমান উদ্দেশ্যও আছে ঃ এই জগতে আমাদের আত্মিক কনান দেশ। আমাদের আত্মিক সম্পদ অধিকার না করার কারণ হয়তো এই যে আমরা ঐ সম্পদ কিভাবে অধিকার করা যায়, সেটাই জানি না। ঈশ্বর পুরাতন নিয়মের এই প্রথম ইতিহাসধর্মী পুস্তকটির মধ্য দিয়ে আমাদের দেখাতে চেয়েছেন, আমরা কি ধরনের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, আমাদের আত্মিক সম্পদগুলি অধিকার করতে পারি।

এগারো অধ্যায়

বিশ্বাসের এক পরিদৃশ্য

যিহোশূয়ের পুস্তকটি কনান দেশ জয়ের একটি অতীত ইতিহাস। এই অতীত ইতিহাস পাঠ করলে, আমরা "বিশ্বাসের এক পরিদৃশ্য" দেখতে পাই। এই পুস্তকটি পাঠ করলে আমরা কিভাবে আমাদের আত্মিক আশীর্বাদ অধিকার করতে পারি, তার এক উত্তম ধারণা লাভ করতে পারি। অধ্যায়ের পর অধ্যায় আমাদের উদাহরণ সহযোগে সতর্ক করে দেয় যে কোনটা বিশ্বাস, আর কোনটা বিশ্বাস নয়। এই অধ্যায়গুলি যুক্তভাবে আমাদের "জগৎ, মাংস ও শয়তানের" গহ্বর সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়।

যিহোশূয়ের পুস্তকে প্রথম যে বিষয়টি আমরা দেখতে পাই, সেটিকে আমরা "বিশ্বাসের এক স্থানান্তর" বলে উল্লেখ করতে পারি। আমরা মোশি থেকে যিহোশূয়ের প্রতি নেতৃত্বের স্থানান্তর দেখতে পাইঃ "যিহোশূয় আত্মায় পূর্ণ ছিলেন কারণ মোশি তাঁহার উপর আপন হস্তার্পণ করেছিলেন। সেইজন্য, ইস্রায়েল জাতি, মোশিকে প্রদত্ত সদাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসরণ ক'রে যিহোশূয়কেও মান্য করতো। ঈশ্বরের শিষ্য মোশির মৃত্যুর পর, ঈশ্বর যিহোশূয়ের সঙ্গে কথা বল্‌লেন এবং তাঁকে বললেন, 'আমার শিষ্য মোশি এখন মৃত। তুমি এখন ইস্রায়েলের নূতন নেতা। আমার লোকেদের পরিচালনা কর। বলবান ও সাহসী হও, কেননা তুমি আমার লোকেদের একজন সফল নেতা হবে। তোমাকে শুধুমাত্র শক্তিশালী ও সাহসী হতে হবে এবং মোশির দেওয়া প্রত্যেকটি নিয়মের বাধ্য হতে হবে। কেননা তুমি যদি প্রত্যেকটি নিয়ম মান্য করার বিষয়ে যত্নশীল হও, তুমি যা কিছু করবে, তাতেই সাফল্য অর্জন করবে।

'লোকেদের সদাসর্বদা এই নিয়মগুলি স্মরণ করিয়ে দেবে এবং তুমিও প্রত্যেক

দিন ও প্রত্যেক রাত্রে ঐ বিষয়ে চিন্তা করবে যেন তুমি সেগুলি পালন করার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারো। কেবলমাত্র তখনই তুমি সফল হবে। সাহসী ও বলবান হও। মনে রাখবে তুমি যেখানেই যাবে, তোমার সদাপ্রভু ঈশ্বর তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন'" (যিহোশূয় ১:৬-৮)।

যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রথম দিকের অধ্যায়গুলিকে, আমরা বলতে পারি, "বিশ্বাসের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা"। যখন আমাদের বিশ্বাসের ধারণা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন যদি আমাদের বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ ক'রে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহলে সেই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, আমরা বিচলিত হব না। যদি আমরা আমাদের বিশ্বাসের এই উত্থাপিত প্রশ্নগুলির বাধা ও সমস্যা পরিত্যাগ করার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের অবশ্যই বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করতে হবে।

যিহোশূয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের রাহবের চরিত্র, বহু ব্যক্তির মনে, বিশ্বাস সম্পর্কে সমস্যা ও প্রশ্ন উত্থাপন করে। দুইজন যিহূদী গুপ্তচর তার গৃহে এসেছিল এবং সে তাদের লুকিয়ে রেখেছিল। যখন যেরিকো রাজার লোকেরা এল, সে তাদের অন্যদিকে যাওয়ার নির্দেশ দিল। এইজন্য ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। আমরা বাইবেলের বিশ্বাসের দীর্ঘ অধ্যায়ে পাঠ করি যে, রাহব ছিলেন বিশ্বাসের একজন বীরাঙ্গনা কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলেছিল। যদি আপনি এই কাহিনীটি ভালভাবে লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, রাহাবকে বিশ্বাসের উদাহরণরূপে দেখানো হয় নি কারণ সে মিথ্যাকথা বলেছিল। বিশ্বাসের অধ্যায়টিতেও আমরা পাঠ করি ঃ 'বিশ্বাস দ্বারা রাহব বেশ্যা, অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বিনষ্ট হয় নি।' যখন যিহূদী গুপ্তচররা তার গৃহে এসেছিল, রাহব বলেছিল ঃ "আমি জানি, তোমরা সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এখানকার বহু লোক তোমাদের অতিশয় ভয় করে। আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে আছেন" (যিহোশূয় ২:৯)।

যিহূদী গুপ্তচরেরা তার সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিল এবং তার জীবন রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেছিল। তাকে কেন রক্ষা করা হয়েছিল? তার বিশ্বাস তাকে রক্ষা করেছিল। সে বিশ্বাস করেছিল যে ইব্রীয়রা ঈশ্বরের মনোনীত জাতি এবং তাদের ঈশ্বর একজন সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বর। রাহব ঈশ্বরের লোক হতে পেরেছিলেন কারণ সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়টিকে আমরা বলতে পারি, "সম্মতিসূচক বিশ্বাস।" যখন ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাসে আত্মিক কনানে প্রবেশ করতে, সচেষ্ট হন, তিনি অনেক সময় আমাদের উৎসাহিত করার জন্য বিশ্বাস প্রদান করেন। আমরা গিদিয়নের জীবনে এটি দেখতে পাই, যিনি ঈশ্বরের সম্মতিক্রমে অনেককে তাঁর সৈন্যবাহিনী থেকে ছাঁটাই করেছিলেন। দায়ূদ আমাদের বলেছেন যে, "সদাপ্রভু কর্তৃক মনুষ্যের পদক্ষেপ সকল স্থিরীকৃত হয়" (গীতসংহিতা

৩৭:২৩)। এর অর্থ যখন আমরা বিশ্বাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করি, ঈশ্বর সেই বিশ্বাসের পদক্ষেপে আশীর্বাদ করেন ও সম্মতি প্রদান করেন।

এই অধ্যায়ে ঈশ্বর নিজেকে যিহোশূয়ের কাছে প্রমাণ করেছিলেন এবং লোকেদের দেখিয়েছিলেন যে তাদের নেতা, যিহোশূয়ের উপর তাঁর আশীর্বাদ আছে, ঠিক যেমন মোশির উপরে ছিল। এছাড়া তিনি এই সকল অলৌকিক কাজও করেছিলেন, যেন তাঁর লোকেদের বিশ্বাস শক্তিশালী হয়। ঈশ্বর তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এটা দেখানোর উদ্দেশ্যেই, তিনি এইসব অলৌকিক কাজ করেছিলেন। এবং তারা যখন যিরীহোর ন্যায় কনান দেশের স্বর্গীয় সুরক্ষিত নগরগুলি আক্রমণ করবে, ঈশ্বর তাদের জয়যুক্ত হওয়ার আশীর্বাদ করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইস্রায়েল সন্তানগণ একটি "বিশ্বাসের যজ্ঞবেদী", নির্মাণ করেছিলেন। যখন তারা যর্দন নদী পার হচ্ছিল, যদিও জোয়ারের সময়, জল দুভাগ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা শুষ্ক ভূমির উপর দিয়ে পার হয়ে গিয়েছিল। তারা যখন পার হচ্ছিল, তাদের পাথরের একটি স্তম্ভ নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এই স্তম্ভ টি ঈশ্বরের এই অলৌকিক কার্যের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হবে, যেন তাদের সন্তানেরা কখনও ভুলে না যায় যে, যর্দন নদী অতিক্রম কালে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস হেতু, তিনি তাদের জন্য কি করেছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা "বিশ্বাসের পূর্বশর্তগুলি" দেখতে পাই। ইস্রায়েল সন্তানদের, কনান আক্রমণের ঠিক পূর্বে, তাদের প্রত্যেক পুরুষেব ত্বক্‌চ্ছেদের আদেশ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রজন্মের পুরুষদের কখনও ত্বক্‌চ্ছেদ করা হয় নি। আপনাদের স্মরণে আছে, তাদের প্রথম প্রজন্ম প্রান্তরে মারা গিয়েছিল। এই কাহিনী প্রকৃত বিশ্বাসের পূর্ব শর্তের এক সুন্দর উদাহরণ। ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের পূর্বে, আপনি অবশ্যই নিজেকে প্রশ্ন করবেন, আপনার জীবনে কোনো পাপ আছে কিনা? আপনার জীবনে এমন কোনো পাপ, আছে কিনা, যার থেকে আপনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান?

আমরা যখন আদিপুস্তক আলোচনা করছিলাম ; আমরা দেখেছি, বহু ব্যক্তি, যারা নিজেদের বিশ্বাসী বলে প্রচার করে, তারা অব্রাহাম নির্মিত অনুতাপের যজ্ঞবেদী এড়িয়ে চলতে চায়, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, অব্রাহামের জীবন আমাদের জন্য বিশ্বাসের এক চলমান সংজ্ঞা। তারা ঈশ্বরকে কখনই তাদের জীবনের পাপের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দিতে চায় না। আমাদের বিশ্বাসের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করার পূর্বে, আমাদের জীবনের পাপের জন্য অবশ্যই অনুতাপ করতে হবে। এটাই সমস্ত পুরুষ জনগণের ত্বক্‌চ্ছদের আজ্ঞার প্রধান বিষয়বস্তু। এটা আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাসের আভ্যন্তরীণ দায়বদ্ধতার এক বাহ্যিক প্রতীক চিহ্ন। পুরাতন নিয়মে আমরা ত্বক্‌চ্ছেদের যে অর্থ দেখতে পাই, তার সঙ্গে নূতন নিয়মের বাপ্তিস্মের অর্থের সাদৃশ্য দেখা যায়।

যিহোশূয় পাঁচ অধ্যায়ে আমরা "বিশ্বাসের এক কার্যভারও" দেখতে পাই। এটা

পাঁচ অধ্যায়ের শেষ দিকে পাওয়া যায়। যিহোশূয় আদেশ করেছিলেন যে তাঁর সৈন্যদের মধ্যে কেউ যেন তার তরবারি উন্মুক্ত করে না রাখে। যর্দনের পূর্বদিকে যে সৈন্য শিবির ছিল রাত্রির অন্ধকারে সেখানে শত্রু প্রবেশ করে, তাদের আক্রমণ করতে পারত। সেইজন্য তারা সাধারণতঃ আদেশ করত সে, "তোমার তরবারি উন্মুক্ত রেখো না।" এইভাবে তারা যখন উন্মুক্ত তরবারি হাতে কাউকে দেখতে পেত, তারা বুঝত সে একজন শত্রু তাকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করত। যিরীহো যুদ্ধের আগের দিন মধ্যরাত্রে যিহোশূয় ভ্রমণে বার হয়েছিলেন। তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতে একজন ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। যিহোশূয় তাকে চ্যালেঞ্জ করলেন, "তুমি বন্ধু না শত্রু?" সে উত্তর দিল, "আমি সদাপ্রভুর সৈন্যবাহিনীর একজন অধ্যক্ষ।" আমরা দেখি যিহোশূয় ঐ ব্যক্তিকে অবনত হয়ে প্রণিপাত করলেন এবং বললেন, "আপনি আমাকে আদেশ করুন।" অধ্যক্ষ তাকে বললেন, "তোমার পাদুকা খুলে রাখ কারণ এই স্থান পবিত্র।" এবং আমরা দেখি যে "যিহোশূয় তাই করলেন" (যিহোশূয় ৫:১৪-১৬)।

যিহোশূয়ের পুস্তকের ছয় অধ্যায় অনুসারে, যুদ্ধের পূর্ব রাত্রিতে যিহোশূয় সদাপ্রভুর কাছ থেকে যুদ্ধের যে পরিকল্পনা লাভ করেছিলেন, সেটি হল, ইস্রায়েলের সমস্ত জনগণকে নির্দেশ দেওয়া হল, তারা শিবিরের বাইরে আসবে এবং ঐ শহরের প্রাচীরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করবে এবং তারপর যিরীহো শহরের মধ্যে চারিদিক প্রদক্ষিণ করবে। তারা এইভাবে দিনে একবার করে ছয়দিন ঐ শহর প্রদক্ষিণ করবে।

তাদের বলা হয়েছিল যে সপ্তমদিনে তারা সাতবার ঐ শহরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করবে। তাদের ঐ শহর সর্বসমেত তেরোবার প্রদক্ষিণ করার আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। ঐ শহরটি এত চওড়া প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল যে, ঐ প্রাচীরের উপরে তারা গৃহ নির্মাণ করেছিল। শহরটি যারা রক্ষা করত, তারা স্ত্রীলোক ও অসুস্থ যে সব লোক, যুদ্ধে অস্ত্রচালনা করতে পারত না, তাদের প্রাচীরের উপরে রাখতো এবং সেখানে জ্বলন্ত কয়লা, প্রস্তর খণ্ড বা ঐ রকম কিছু রাখতো, যেন তারা সেগুলো আক্রমণকারীদের মাথায় ছুঁড়ে দিতে পারে।

অবীমেলক নামে একজন খুব বড় সেনাপতি, এই কারণে লজ্জিত হয়েছিলেন যে, একটি শহর আক্রমণকালে তিনি প্রাচীরের খুব কাছে চলে গিয়েছিলেন। এক বৃদ্ধা রমণী তাঁর মাথার উপর, যাঁতার প্রস্তর ফেলে দিয়েছিল। তাঁর মাথার খুলি চূর্ণ হয়ে গেলে, অবীমেলক তাঁর অস্ত্রবাহক যুবককে ডেকে বলেছিলেন, "তুমি আমার খড়্গ খুলে, আমাকে বধ কর, পাছে লোকে আমার বিষয়ে বলে, একজন স্ত্রীলোক ওকে বধ করেছে," (বিচারকর্ত্তৃগণ ৯:৫২-৫৪)। সেটাই তারপর ইস্রায়েল সৈন্যদলের সংকেত-বাক্যে পরিণত হয়েছিল যে, "কোন শহরের প্রাচীরের খুব কাছে যেও না। অবীমেলককে স্মরণে রেখো।"

তথাপি ঈশ্বর যিহোশূয়কে, সমস্ত লোকদের নিয়ে, যিরীহো শহরের প্রাচীরের

কাছে যেতে বলছেন এবং সেই প্রাচীর তেরোবার প্রদক্ষিণ করতে বলছেন। এটাই যিহোশূয়র প্রথম সামরিক অভিযান এবং তিনি তাঁর সামরিক কৌশল প্রদর্শন করতে ব্যগ্র ছিলেন। যিহোশূয় অনতিকাল পরেই প্রমাণ করবেন যে তিনি একজন অতিবুদ্ধিমান সমরকুশলী। তথাপি এই যুদ্ধ পরিকল্পনা হাস্যস্পদ হয়েছিল এবং তার ফলে যিহোশূয়ের নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পেয়েছিল। যিহোশূয় এই পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বস্তবায়িত করেছিলেন কারণ তিনি এই পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি বিষয় জানতেন এবং পরিকল্পনাটি সম্পর্কে তাঁর এই একটি কথাই জানার প্রয়োজন ছিল ঃ *এটি ঈশ্বরের পরিকল্পনা!*

যখন তারা যিরীহো প্রাচীরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করত, তাদের সব সময় বলা হতো, তারা যেন একটি কথাও না বলে। যিরোহীর লোকেরা খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কারণ তারা ইস্রায়েলীয়দের উপর কোন কিছু নিক্ষেপ করতে পারে নি। সপ্তমদিনে ঐ শহরটি সাতবার প্রদক্ষিণ করার পর, যিহোশূয় লোকেদের প্রতি ফিরে তাকালেন এবং আদেশ করলেন, "চিৎকার করো!"

ইব্রীয় পুস্তকে বলা হয়েছে, বিশ্বাস হেতু যিরীহোর প্রাচীর পতিত হয়েছিল। যিহোশূয় একেবারে সামনে থেকে, ইস্রায়েল জাতির সমগ্র মিছিল, যিরীহোর প্রাচীরের চারিদিকে পরিচালনা করেছিলেন। এতে বিশ্বাস প্রয়োজন ছিল। সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে, যিহোশূয়, ছয়দিন একবার করে এবং সপ্তমদিনে সাতবার, সমস্ত লোকেদের কাছে, ঐ প্রাচীরের সব কিছু প্রকাশিত করেছিলেন।

যিরীহোর যুদ্ধ আমাদের দেখায় যে, কিরূপ বিশ্বাস দ্বারা আমাদের পক্ষে "প্রতিজ্ঞাত দেশে" প্রবেশ করা এবং এক ধার্মিক জীবনযাপন করা সম্ভব। এ ধরনের বিশ্বাস বাস্তবসম্মত। এ বিশ্বাস গতিশীল। যিহোশূয় যে বিশ্বাসে, যিরীহোর চতুর্দ্দিকে তেরো বার প্রদক্ষিণ করেছিলেন সেটা কোন রহস্য নয়। এ ধরনের বিশ্বাস, সরল বাধ্যতা। গতিশীল বিশ্বাস হল কার্য্যসাধক বিশ্বাস। সেদিনের সেই গতিশীল ও কার্যকরী বিশ্বাসের জন্যই যিহোশূয় ও ইস্রায়েল জাতি যিরীহো যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। বিশ্বাসের এই উদাহরণ ও নৈতিক শক্তি দ্বারা, আমরা আজকের দিনেও জীবনযুদ্ধে কর্ম্মোক্ষম ও জয়ী হতে পারি।

আপনার বিশ্বাস কি ঐ ধরনের বিশ্বাস? অনেকে মনে করেন যে যতক্ষণ না তারা হৃদয়ে সবকিছু বুঝতে পারছে, তাদের বিশ্বাস কার্যশীল হতে পারে না। কিন্তু যীশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, যে তারা প্রথমে নিজেদের কজে নিয়োজিত করবে এবং তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তারপর তারা উপযুক্ত ইতিবাচক ফলাফল লাভ করবে। তিনি বলেছিলেন, "যে কাজ করবে, সে জানবে" (যোহন ৭:১৭)। প্রথমে (নীতিগতভাবে) যিরীহোর চতুর্দ্দিকে তেরোবার প্রদক্ষিণ করুন, তাহলে আপনি এমন এক বিশ্বাসের সন্ধান পাবেন, যা কার্যশীল ও জয়যুক্ত।

রাজা দায়ূদ ২৭ গীতে লিখেছেন ঃ "আমি জীবিতদের দেশে, সদাপ্রভুর মঙ্গলভাব দেখিব, এমন বিশ্বাস যদি না করিতাম, তবে আমার কি হইত?" অনেক মানুষ মনে করে, "দর্শনই বিশ্বাস" বা দর্শন করলেই বিশ্বাস উপস্থিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য আমাদের শিক্ষা দেয় যে বিশ্বাস আমাদের দর্শন করতে পরিচালিত করে। আমরা যিরীহোর যুদ্ধে, বিশ্বাসের এই নির্দিষ্ট নক্সাটির রূপকচিত্র দেখতে পাই।

আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কার্যভার প্রদান করেন। ঠিক যেমন যিরীহোর যুদ্ধ পরিকল্পনা দ্বারা ঈশ্বর যিহোশূয়ের বিশ্বাস পরীক্ষা করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে তিনি আমাদের জীবনে কার্যভার প্রদান করে, আমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা করেন। যদি আপনি যথেষ্ট ভালভাবে ঈশ্বরকে জানেন, তাহলে আপনি এটাও জানবেন যে, তাঁর কার্যভার আপনাকে এমন স্থানে নিয়ে যাবে না, যেখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পৌঁছাতে পারে না। যদি আপনি বোঝেন যে ঈশ্বর আপনাকে কোন কাজ করতে পরিচালিত করছেন, সেটা করুন (যোহন ২:৫)। যিহোশূয়ের পুস্তকে আমাদের এই বাস্তব বিশ্বাস শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যখন বিশ্বাস থেকে, আমরা বিশ্বাসে কাজ করি, এবং যখন কাজ করি, আমরা জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করি।

বারো অধ্যায়

বিশ্বাসের শত্রু-সমূহ

আমরা এরপর পাঠ করি যে, অয় নগরীর পতনের পর, যিহোশূয় উপুড় হয়ে, প্রার্থনায় রত হন। যিহোশূয়ের প্রার্থনার উত্তরে, ঈশ্বর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেন ক্রন্দন করছো? ইস্রায়েল পাপ করেছে!" ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন, এই মহিমাময় বাস্তবতার প্রমাণ যখন আমরা পাই, সেই প্রামাণ্য ঘটনা আমাদের স্থির থাকতে সাহসী করে এবং আমাদের কাজ করার বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু যখন আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকছেন না, আমাদের তখন এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে যে কেন তিনি আমদের সঙ্গে থাকছেন না। ঈশ্বর কেন যিহোশূয়র প্রার্থনার উত্তরে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

যাত্রাপুস্তকে আমরা দেখেছি, ইস্রায়েল সন্তানগণ লোহিত সাগরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল এবং এবং মিস্রীয় সৈন্যবাহিনী তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল।

মোশি তখন উপুড় হয়ে ঈশ্বরের কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করলেন। মোশি যখন উপুড় হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, ঈশ্বর তাঁকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যা তিনি পরে যিহোশূয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন মোশি প্রার্থনা করছেন, যখন এটা অতি স্বাভাবিক যে, তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের সাগরের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেবেন।

যেহেতু কনানদেশে প্রথমে তারা যিরীহো শহরটি জয় করেছিল, দশমাংশের বিধান অনুসারে, প্রথম বিজীত রাজ্যের সমস্ত বর্জিত দ্রব্য সদাপ্রভুকে দিতে হবে। ইস্রায়েল সৈন্যগণ ঐ যুদ্ধের কোন বর্জিত দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। কিন্তু কয়েকজন সৈন্য যিরীহোর কিছু কিছু দ্রব্য নিজেদের জন্য রেখে দিয়েছিল। ঈশ্বর তখন যিহোশূয়কে ইস্রায়েরে দ্বাদশ বংশকে অনুসন্ধান করতে বললেন। ঈশ্বর যখন যিহোশূয়কে দোষী বংশটিকে দেখিয়ে দিলেন, তিনি তাঁকে ঐ বংশের গোষ্ঠীগুলিকে অনুসন্ধান করতে বললেন। তখন ঈশ্বর যিহোশূয়কে দোষী গোষ্ঠীকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর ঐ গোষ্ঠীর প্রত্যেক পরিবারের পুরুষকে অনুসন্ধান করার পর, 'আখন' নামক এক ব্যক্তি দোষী পাপী হিসাবে ধরা পড়ল। সে স্বীকার করল যে যিরীহো থেকে সে সোনা, রূপা ও একটি পোষাক গ্রহণ করেছে এবং তার তাম্বুতে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছে। আর তখন তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল।

এইসব ইতিহাস পুস্তকে, আমাদের দৃষ্টান্ত ও সতর্কতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (১ করিন্থীয় ১০:১১)। যেমন যিহোশূয়ের বিশ্বাস আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঠিক তেমনই আখনের অবাধ্যতা আমাদের কাছে সতর্কতা স্বরূপ। যখন ঈশ্বর আমাদের জীবনে কোন পাপের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করেন, আমাদের সেই পাপের মৃত্যু ঘটাতে হবে, যেন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ফিরে আসতে পারে, (কলসীয় ৩:৫,৬; রোমীয় ৮:১৩)। আমরা আখনের জীবনের সতর্কতার মধ্য দিয়ে এই আত্মিক শৃঙ্খলার চিত্র দেখতে পাই।

পৃথিবী, মাংস ও শয়তান

যেহেতু আমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমরা এ জগৎ বা জগতের কোন বস্তুকে ভালবাসব না, যুগ যুগ ধরে ভক্ত-প্রাণ মানুষ যিরীহোর আখনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, পৃথিবীর এক রূপকচিত্র অবলোকন করে আসছে। অয় নগরীতে তাদের পরাজয়, যেন মাংসের এক রূপক। যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন, "আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল।" মাংস হল, ঈশ্বরের সাহায্যবিহীন মানব প্রকৃতি। যেহেতু মাংস আত্মিক পরাজয়ের কারণ, এই অয়ের পরাজয়কে মাংসের রূপক হিসাবে দেখা হয়।

যিহোশূয়ের পুস্তকে ইস্রায়েলের পরবর্তী যে অভিজ্ঞতা লিখিত হয়েছে, সেটিও একটি রূপক — সে হল শয়তান, যে আমাদের বিশ্বাসের তৃতীয় শত্রু। এবার ইস্রায়েল সন্তানেরা, আর এক জাতির সম্মুখীন হল, যাদের বলা হতো, "গিবিয়নীয়।" রাহবের মতো

গিবিয়নীয়রাও বুঝতে পেরেছিল যে ইস্রায়েল জাতি কনানে প্রবেশ করে, সকলকে হত্যা করবে। তারা জানতো যে তারা মারা যাবে, সেইজন্য তারা ইস্রায়েলের প্রতি কৌশল অবলম্বন করল। তারা পাথরের উপর নিজেদের পাদুকা ঘষতে লাগল, যতক্ষণ না সেগুলো অনেকদিনের পুরাতন দেখায় এবং তাদের পোষাকেও খুব জীর্ণ মনে হয়। তারা যে দেশে বাস করছিল, সেটা জয় করা হবে, বুঝতে পেরে, তারা যেন কোন দূর দেশ থেকে আসছে, এমন ভান করেছিল।

ইস্রায়েলীয়রা, প্রথমে সদাপ্রভুর সঙ্গে কথা না বলেই, তাদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থাপন করল। গিবিয়নীয়রা তাদের মিনতি করে বলল, "আমাদের সঙ্গে একটা সন্ধি কর। আমরা কনানদেশের লোক নই। আমরা বহুদূর দেশ থেকে আসছি।" তখন তারা গিবিনীয়দের সঙ্গে একটা চুক্তি করল। তাদের সঙ্গে সন্ধি করার পর, ইস্রায়েল সন্তানগণ বুঝতে পারল যে গিবিয়নীয়রা কোন দূর দেশ থেকে আসে নি, তারা কনান দেশেরই লোক। যেহেতু তারা গিবিয়োনীয়দের সঙ্গে সন্ধি করেছিল এবং মনোনীত জাতির মধ্যে সম্পূর্ণ একতা ছিল, তারা তাদের হত্যা করতে পারল না। যারা তাদের এইভাবে প্রবঞ্চনা করেছিল, তারা তাদের দাসে পরিণত করল।

যিহোশূয়ের পুস্তকে, গিবিয়নীয়রা বিশ্বাসের শত্রুর এক সম্পূর্ণ রূপক প্রদর্শন করে। বিশ্বাসের প্রথম শত্রু পৃথিবী, যিরহোর মধ্য দিয়ে যার চিত্র দেখা যায়। আখনের কাহিনীর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর নানা বস্তুর প্রতি আমাদের বাসনার রূপক চিত্র প্রদর্শিত হয়। যেভাবে আখন সোনা, রূপা ও পোষাকের বাসনা করেছিল, ঠিক সেইভাবে আমরা জগতিক বস্তুর কামনা করি, যা আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে বিপথগামী ক'রে তোলে। অয়ের পরাজয় মাংসের প্রতিনিধিত্ব করে। যীশু বলেছেন, 'আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল' (মথি ২৬:৪০-৪২)।

যেহেতু ইস্রায়েল সন্তানগণ গুরুত্ব সহকারে তাদের পাপের ব্যবস্থা ও অয় নগরীকে গ্রহণ করে নি, সেখানে তারা পরাজিত হয়েছিল। যতদিন না তারা তাদের পাপের উৎস ও অয় নগরীর ভীতি প্রদর্শন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করল, তারা তাদের শত্রুকে জয় করতে সক্ষম হয় নি। ঠিক একইভাবে, বাইবেলে যেটাকে আমাদের মাংস বলা হয়েছে, আমরা প্রায়ই তার অবমূল্যায়ন করি। আত্মা মাংস জয় করতে পারে, যখন আমরা বুঝি যে আমাদের, ঈশ্বরের সাহায্যবিহীন মানব প্রকৃতি, আমাদের বিশ্বাসের ভয়াবহ ভীতি প্রদর্শক। আপনার বিশ্বাসের যাত্রাপথে, আপনার প্রভাবের, কখনও অবমূল্যায়ন করবেন না।

গিবিয়নীয়রা চাতুরী করে, ইস্রায়েল জাতির সঙ্গে চুক্তি করেছিল। শয়তান ঠিক এইভাবেই কাজ করে। মার্টিন লুথার, তাঁর এক বিখ্যাত গীতে, শয়তান সম্পর্কে লিখেছেন, "তার চাতুরী ও শক্তি খুবই বেশী।" শয়তান আলোকের দূত (২ করিন্থীয় ১১:১৪)। সে

আমাদের সাংঘাতিক কিছু করার প্রলোভন দ্বারা আমাদের পতন ঘটায় না। সে সাধারণতঃ খুব মনোহর কিছু, খুব সুন্দর কিছুর বেশ ধরে আমাদের কাছে আসে। যদি ঈশ্বর আপনাকে একজন চিকিৎসক-প্রচারক হওয়ার জন্য আহ্বান করেন, শয়তান কখনই আপনাকে বাইরে গিয়ে ব্যাঙ্ক লুট করতে প্রলোভিত করবে না। সে আপনাকে একটা আরামপ্রদ ও লাভজনক স্থানের ভাল চিকিৎসক হওয়ার জন্য প্রলোভিত করবে। যদি ঈশ্বর আমাদের একজন চিকিৎসক-প্রচারক করতে চান, সেটা আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সর্বোত্তম পরিকল্পনা। শয়তান আমাদের দিয়ে সর্বোত্তম কাজের পরিবর্তে, ভাল কাজ করতে চায়। এইজন্য অনেকে বলেন যে, "সর্বোত্তমের সবথেকে বড় শত্রু, একটু ভাল।" যিহোশূয় পুস্তকের ছয় থেকে নয় অধ্যায়ের মধ্যে আমাদের বিশ্বাসের এই তিন শত্রুর চিত্র প্রদত্ত হয়েছে, সেই তিনটি শত্রু হল ঃ পৃথিবী, মাংস ও শয়তান।

যিহোশূয় পুস্তকের অবশিষ্ট অংশে আমাদের বিশ্বাসের আরও অনেক রূপক চিত্র পাওয়া যায়। যিহোশূয় এবং তাঁর সঙ্গে যুক্তভাবে যে অন্য ব্যক্তিকে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের জীবন, আমাদের "বিশ্বাসের ইতিবাচক চিত্র" প্রদর্শন করে। বাইবেলের অন্যতম মহান বিশ্বাসী হলেন কালেব। তিনি হলেন সেই অন্য গুপ্তচর, যিনি যিহোশূয়ের সঙ্গে শুভ সংবাদ আনয়ন করেছিলেন। কালেব কখনও তাঁর কল্পনার দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেন নি। তারা প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখছে লোকেরা কিভাবে বচসা করছে ও মারা যাচ্ছে, কালেব সব সময় চিন্তা করছেন সেই দ্রাক্ষাফলের কথা, যেগুলি হিব্রোণ নগরে, তিনি ও যিহোশূয় গোপনে লক্ষ্য করেছিলেন।

আমরা গণনাপুস্তক পাঠকালে দেখেছি, অপর দশজন গুপ্তচর, "অতি শক্তিমানের" তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল। কালেবও ঐ দৈত্যসম মানুষগুলিকে দেখেছিলেন কিন্তু তিনি জানতেন তাঁর ঈশ্বর ঐসব দৈত্যদের থেকেও বড়। যখন তারা কনান দেশে প্রবেশ করল, মোশি কালেবকে যে শহরটি প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন, কালেব সেই হিব্রোণ নগরটি জয় করলেন ও অধিকার করেছিলেন।

অবশ্য, যিহোশূয়ের পুস্তকে "বিশ্বাসের এক নেতিবাচক চিত্র"ও প্রদর্শিত হয়েছে। ঐ দশজন গুপ্তচর, যাদের স্পষ্টতঃ বিশ্বাসের ঘাটতি ছিল, তারা ছাড়াও ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে যারা ঈশ্বরের নির্দেশমত সমগ্র কনান দেশ জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারাই "বিশ্বাসের এই নেতিবাচক" চিত্র প্রদর্শন করে। তারা যদি ঈশ্বরের পরিকল্পনা মতো কাজ করতো, তাহলে যেসব জাতিকে তারা পরাজিত করতে পারে নি, তাদের দ্বারা সাত সাতবার ক্রীতদাসে পরিণত হতো না, আমরা এই বিষয়ে বাইবেলের পরবর্তী পুস্তকে পাঠ করব।

যিহোশূয়ের পুস্তকে আমরা, বিশ্বাসের যে শেষ চিত্রটি দেখতে পাই সেটাকে বলা যায়, "বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।" যিহোশূয়, তাঁর লোকেদের ঈশ্বরের সঙ্গে এক চুক্তি করে,

তাদের বিশ্বাসকে মুদ্রাঙ্কিত করার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছিলেন, "আমি ও আমার পরিবার সদাপ্রভুর সেবা করব" (যিহোশূয় ২৪:১৫)। যিহোশূয় একটি চুক্তি দ্বারা তাঁর বিশ্বাস মুদ্রাঙ্কিত করেছিলেন। তিনি সবাইকে জানিয়ে ছিলেন যে তিনি ও তাঁর পরিবার, ঈশ্বরকে প্রথম স্থানে রাখবেন ও তাঁর সেবা করবেন। যখন যিহোশূয় ইস্রায়েল সন্তানদের ঐ ধরনের চুক্তি করার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান করলেন, তারা এই কথা বলে সম্মত হল, "আমরা ঈশ্বরকে প্রথমে রাখতে ও তাঁর সেবা করতে মনঃস্থির করেছি।" আর তখন যিহোশূয় এই কথা বললেন, "ঈশ্বর এর সাক্ষী এবং তোমরাও এর সাক্ষী। আজকে তোমরা এই চুক্তি করছ যে, তোমরা ঈশ্বরকে প্রথম স্থানে রাখবে এবং তাঁর সেবা করবে, এটাই তোমরা মনঃস্থির করেছ" (যিহোশূয় ২৪:১৪-১৬)।

মোশি, দ্বিতীয় বিবরণ ও লেবীয় পুস্তকের শেষে ঠিক যেভাবে ঈশ্বরের লোকেদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে তাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যিহোশূয় তাঁর পুস্তকটি শেষ করেছেন। মোশি এবং যিহোশূয় উভয়েই, বিশ্বাসের বিষয়টি নিয়ে, আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে প্রথম স্থান দেওয়ার অঙ্গীকার করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন।

আপনি কি কখনও বিশ্বাসের বিষয়টি চিন্তা করে, ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাসের বিশেষ অঙ্গীকার করছেন? আপনি কি আপনার হৃদয়ে কখনও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আপনি ও আপনার পরিবার ঈশ্বরকে প্রথম স্থান দেবেন এবং সেই এক ও অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরের সেবা করবেন? পুরাতন নিয়মের এই প্রত্যাদৃষ্ট ইতিহাসমূলক পুস্তকের বিশ্বাসের চিত্রগুলি একসঙ্গে গ্রথিত করুন। বিশ্বাস সম্পর্কে এই পুস্তক কিভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে, যত্নসহকারে চিন্তা করুন। তারপর, যিহোশূয়ের পুস্তকে, যে ধরনের বিশ্বাসের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে সেই ধরনের বিশ্বাসের চুক্তি করার অঙ্গীকার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য পবিত্র আত্মা আপনাকে পরিচালিত করুক।

Leviticus through Joshua
Booklet - 2
Bengali

Cover Credit : Cynthia Kingston
Printed by : Canaan Press, Chennai

For additional Booklets write to

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk,
Chennai - 600 010
Ph. : 6425166 Fax : 6428298
E-mail : ibl.maa@iblchennai.org.

Leviticus through Joshua
Booklet - 2
Bengali

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk
Chennai - 600 010

(For Private Circulation only) ICM/Ben-2/2004